NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায়ে আগমনী ও বিজয়ার সুর বেজে ওঠে!

নবপত্রিকা: প্রত্যাশিত নববর্ষ ও আমরা এবং বাংলার গাজন ৮

কলকাতা ১৩ এপ্রিল ২০২৫ ৩০ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.4.2025, Vol.18, Issue No. 301 8 Pages, Price 3.00

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বং ডিজিপি রাজীব কুমারের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে বৈঠক করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন, ধুলিয়ানে অন্তত ৩০০ বিসএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনকে অন্যান্য সংবেদনশীল জেলার উপরেও কড়া নজর রাখতে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি রাজ্যকে সম্ভাব্য সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

সতর্ক করলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে দিন কয়েক ধরেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ। আইনটি প্রত্যাহারের দাবিতে জেলায় জেলায় চলছে কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভ। কিন্তু তার আড়ালেই রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির গুজব ছড়াচ্ছে। তা থেকে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করতে পুলিশের শীর্ষ কর্তা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, শাসকদলের নেতারা বারবার শান্তির বার্তা দিয়েছেন। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, নয়া আইন এরাজ্যে লাগু হচ্ছে না। তাই উত্তেজনা কারণ নেই, সকলে শান্তি বজায় রাখুন। এবার একই বার্তা দিলেন শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিশানায় অবশ্য কেন্দ্র।

প্রধান শিক্ষকদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের জেরে বিপাকে রাজ্যের বহু স্কুল। ঘোর বিপাকে পড়েছেন স্কুলের প্রধানশিক্ষকেরা! এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সরকারি, সরকার-পোষিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকার-অনুমোদিত সব স্কুলের প্রধানশিক্ষককে নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে সেই চিঠি গিয়েছে তাঁদের কাছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বিজয়া দশমী বা নববর্ষে সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা বরাবরই এসএমএসে পাঠানো হয়। ওই তালিকায় স্কুলের প্রধানশিক্ষকেরাও থাকতেন। কিন্তু এ বার তাঁদের আলাদা করে চিঠি দিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান পরিস্থিতিতে যা 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই মনে করছেন অনেকে।

রাষ্ট্রপতির সই ছাড়াই ১০টি আইন কার্যকর হল তামিলনাড়ুতে

চেন্নাই, ১২ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরে দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা ১০টি বিল আইনে পরিণত হল তামিলনাড়ুতে। বিলগুলিতে তামিলনাড়ু বিধানসভা দু'-দু'বার ছাড়পত্র দিয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে রাজ্যের রাজ্যপাল আরএন রবি তাতে সম্মতি দেননি। ফলে বিলগুলি আইনে পরিণত করা যায়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে সে রকমই ১০টি বিল আইনে পরিণত হল, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর স্বাক্ষর ছাড়াই। ভারতের ইতিহাসে এমনটা ঘটল প্রথম বার। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে বিধি স্মরণ করিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, বিধানসভায় পাশ হওয়ার পরেও সেই বিল আটকে রাখা বৈধ কাজ নয়। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ গত ৮ এপ্রিল জানায়, বিলের কোনও আইনি বিষয়ে আপত্তি থাকলে তা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন রাজ্যপাল।

ওয়াকফ-আগুনে জ্বলছে মুর্শিদাবাদ

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ বিরোধী বিক্ষোভে জ্বলছে মুর্শিদাবাদ। ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় অশান্তির অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার মামলার শুনানি হল বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে। ওই মামলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে হাত হাত মিলিয়ে কাজ করবে বাহিনী। সুতি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। গোটা জেলায় থাকবে জওয়ানরা।

রাজ্যের চারটি জেলা (মুর্শিদাবাদ, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতা)-র কিছু অংশে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানান শুভেন্দু। রাজ্যের আইনজীবী শুরুতে তাতে আপত্তি জানান। হাইকোর্টে রাজ্য জানায়, পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর থেকেও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হলে আপত্তি কোথায়, তা জানতে চায় আদালত।

শুনানির একটি পর্যায়ে বিচারপতি সেন রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হলে অসুবিধা কোথায়? রাজ্যের ক্ষমতায় তারা (কেন্দ্রীয় বাহিনী) হস্তক্ষেপ করবে না। শুধুমাত্র পুলিশকে সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অতীতে ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলা এবং আরও বেশ কিছু মামলায় যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা-ও স্মরণ করায় আদালত।

এরপর রাজ্যকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয় উচ্চ আদালত। এই সময় রাজ্যের তরফে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিডিও কলে যোগ দেন। তাঁর সওয়াল, '৬ কোম্পানি বিএসএফ এবং ১ হাজার পুলিশ মোতায়েন আছে। আইজি, ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকরা এলাকায় আছেন। ডিজিপি রাজীব কুমার যাচ্ছেন ঘটনাস্থলে শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতারা অস্পষ্ট অভিযোগ করছেন, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা।তবে আদালত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিলে আমাদের আপত্তি নেই।'

আদালতের প্রশ্নে রাজ্যের আইনজীবী অর্ক নাগ জানান, এখনও পর্যন্ত ১৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এডিজি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক দায়িত্বে রয়েছেন। নতুন করে কোনও উত্তেজনা দেখা দেয়নি বলেও আদালতে জানান তিনি। তবে আদালতের প্রশ্ন, যেখানে বিএসএফ-এর সাহায্য চাওয়া হয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি জানানো হচ্ছে কেন? রাজ্য কী করবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৩০ মিনিট সময়ও দেয় বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ।

ওয়াকফ-প্রতিবাদের বলি ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ সংশোধনী প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে প্রাণ গেল তিনজনের। গুলিবিদ্ধ আরও দুই ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। শুক্রবার সুতির সাজুরমোড়ে গুলিবিদ্ধ মোশারফ হোসেনের (১৬) মৃত্যু হয়েছে শনিবার। তার বাড়ি সুতি থানার কাশিমনগর। অন্যদিকে, শামশেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান পুরসভা এলাকার জাফরাবাদে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের কোপে প্রাণ গেল বাবা ছেলের। মৃতদের নাম হরগোবিন্দ দাস ওরফে গাজল (৬৮) ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের (৩৭)। দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ বাড়িতে পড়ে ছিল। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ সুতি-সামশেরগঞ্জ স্বাভাবিক বলে দাবি করছে। কিন্তু সামশেরগঞ্জ কার্যত শনিবার সকাল থেকেই উত্তেজনায় ফুটছে। চাঁদপুর, ডাকবাংলা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে হিংসাত্মক ঘটনার খবর আসছে। সামশেরগঞ্জে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিএসএফ এলাকার দখল নিয়েছে। কেন্দ্র বাহিনী রুট মার্চ করছে। এলাকা কার্যত থমথমে। জাতীয় সড়কের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অগ্নিদগ্ধ গাড়িগুলি। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত ১৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে গুলিবিদ্ধ এক যুবক-সহ দুস্কৃতীদের হামলায় বাবা ছেলে-সহ তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। অন্যদিকে ধুলিয়ান পুরসভার জাফরাবাদে বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা কুপিয়ে খুন করে বাবা ছেলেকে। বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারবার পুলিশকে বলার পরও পুলিশ মৃতদেহ তুলতে আসেনি। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। মৃতের পরিবারের আত্মীয় প্রসেনজিৎ দাস বলেন, প্রায় তিন-চারশোজন হামলা চালায়। দাদু ও মামাকে কুপিয়ে খুন করে বাড়িতে লুটপাট চালায়। বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতসেরা মোহনবাগান

ছবি: অদিতি সাহা

গুন্ডামি করলে কঠোর ব্যবস্থার নিদান ডিজির

চলছে গুজব তৈরির কারখানা: জাভেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিংসা, গুন্ডামি বরদাস্ত করবে না পুলিশ। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ করতেও পিছপা হবে না। মুর্শিদাবাদে গত কয়েক দিনের অশান্তি নিয়ে বার্তা দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজীব বলেন, 'মানুষের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই যেখানে যতটুকু প্রয়োজন পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু পুলিশের সংযমকে দুর্বলতা হিসাবে দেখবেন না। প্রয়োজনে কঠোরতম পদক্ষেপ করবে পুলিশ।' পাশাপাশি গুজব নিয়েও মানুষকে সতর্ক করেছেন রাজ্য পুলিশের প্রধান। চেয়েছেন সাধারণ মানুষের সহযোগিতা। এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিমের কথায়, 'গুজব তৈরির কারখানা চালানো হচ্ছে। সবাই সতর্ক থাকুন।' জাভেদ জানান, এ পর্যন্ত মোট ১১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওয়াকফ আইন (সংশোধনী)-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে কয়েক দিন ধরে অশান্তি চলেছে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, সুতি, শমসেরগঞ্জে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধেও জড়িয়েছেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। রাজীব জানিয়েছেন, শুক্রবার সুতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ চার রাউন্ড গুলিও চালিয়েছে। দু'জন জখম হন তাতে। তবে দু'জনেই বিপন্মুক্ত। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। এই প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন ডিজি। তিনি বলেন, 'কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। পুলিশকে সহযোগিতা করুন। গুজব ছড়িয়ে পরিস্থিতি খারাপ করবেন না।'

রাজীবের হুঁশিয়ারি, 'চরম পর্যায়ে গেলে আমরাও (পুলিশ) কঠোর এবং কঠিনতম পদক্ষেপ করব। গুন্ডামি বরদাস্ত করব না।' তাঁর সংযোজন, 'মানুষের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। প্রাণ দেওয়ার প্রয়োজন হলে পুলিশ প্রাণ দেবে। কারণ, সেটা আমাদের কর্তব্য। আর যাঁরা বদমায়েশি করছেন, তাঁরা সাবধান হোন। আগুন এবং মানুষের আবেগ নিয়ে খেলবেন না।' তিনি জানান, পুলিশের কন্ট্রোল রুম খোলা থাকছে। গন্ডগোল হলে ফোন করে থানায় খবর দিতে পারেন যে কেউ। পুলিশ সামলাবে। রাজীব এ-ও জানান, সেনা যা করতে পারে পুলিশ সেটা পারে না। তিনি বলেন, 'আমরা ট্রিগার হ্যাপি নয়। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাদের কড়া পদক্ষেপ করতে হচ্ছে।' রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ বলেন, 'সাধারণ মানুষের (মুর্শিদাবাদের) মধ্যে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এটা সহজে যাওয়ার নয়। এ ক্ষেত্রে পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'সুজার মোড়ে (মুর্শিদাবাদ) প্রচণ্ড সংযত থেকে পুলিশ পদক্ষেপ করেছিল। কিন্তু উত্তেজিত জনতাকে বাগে আনা যায়নি। প্রায় তিন ঘণ্টা পুলিশের উপর হামলা, দোকানপাট ভাঙচুর, সরকারি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি করেন তাঁরা। তখন বাধ্য হয়ে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। চার রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। তাতে দু'জন আহত হন। জানান, এ পর্যন্ত ১৫ জন আহত হয়েছেন। কয়েক জন গুরুতর আহত হয়েছেন।'

শান্তি বজায় রাখতে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইন নিয়ে বাংলার একাধিক জায়গায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও তা হিংসাত্মক আকারও নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে শান্তিরক্ষার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি জানিয়েছেন, স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে, 'সেই আইন'কে রাজ্য সরকার সমর্থন করে না। বাংলায় তা বলবৎও হবে না। তা হলে হিংসা কেন? প্রশাসক মমতা এ-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, হিংসায় যাঁরা উস্কানি দিচ্ছেন, তাঁদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'সেই আইনটি কিন্তু আমরা করিনি। আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তাই উত্তর যা চাওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইতে হবে।' রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের কথাও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মকে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে। তাদের প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমি মনে করি, ধর্ম মানে মানবিকতা, সহৃদয়তা, সভ্যতা ও সম্প্রীতি। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন; এই আমার আবেদন।'

মমতার এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার খানিক আগেই রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিমও রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করেছেন গুজবে কান না দেওয়ার। বিভিন্ন জায়গায় গুজবের কারখানা চলছে বলেও উল্লেখ করেন জাভেদ। মুখ্যমন্ত্রীর মতোই পুলিশের শীর্ষকর্তারাও জানিয়েছেন, চিহ্নিত করে উস্কানিদাতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

ব্যর্থ রাজ্য, জনগণের রক্ষায় এগিয়ে এসেছে হাইকোর্ট: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হনুমান জয়ন্তীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাওড়ায় এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্য প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ঘিরে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের বেশ কিছু অংশে রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট। শুভেন্দু বলেন, 'আমি বিরোধী দলের নেতা। জঙ্গিপুরে যেদিন অশান্তি হয়, সেদিনই রাজ্যপাল মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর অনুরোধে। মুখ্যমন্ত্রীকেও প্রেস কনফারেন্সে অনুরোধ করা হয়। এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটা সাধারণ মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার প্রশ্ন। কিন্তু তাঁরা কিছু শোনেননি। তাই আমি আদালতের দ্বারস্থ হই। আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন সদস্য।' এরপর আরও এক ধাপ এগিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'পুরো কলকাতা হাইকোর্ট, প্রধান বিচারপতি থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত;এই মানুষগুলো সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছেন, বিশেষ করে হিন্দু মানুষকে। তাঁরা রক্ষা করেছেন। আমি আদালতের সদস্য। আমি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আসা সেই সংস্থাকে স্বাগত জানাই। আমি আদালতের সদস্য।' বক্তব্য চলাকালীন একাধিকবার তিনি অসংলগ্ন বা অস্পষ্ট কিছু কথা বললেও তাঁর মূল বক্তব্য ছিল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ ও হাইকোর্টের হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানানো। রাজ্যের প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, 'চার দিন ছুটি রয়েছে; তার মধ্যে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না রাজ্য সরকার।' এই অনুষ্ঠান থেকেই শুভেন্দু স্পষ্ট বার্তা দেন, সাম্প্রতিক অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার চুপ থাকলেও আদালত ও কেন্দ্রীয় বাহিনী জনস্বার্থে এগিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, হাওড়ার এই অনুষ্ঠান থেকে শুভেন্দু কার্যত সরাসরি রাজ্য সরকারকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি Dipak Dutta পিতা Late Subhash Dutta, ভিলেজ কেষ্টপুর, পোস্ট-প্রফুল্লকানন, থানা-বাগুইআটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কোল-৭০০১০১, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার আসল নাম Dipak Dutta এবং আমার আসল D.O.B ১০/১১/১৯৮৪, কিন্তু আমার হাইয়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন ২০০৩ এর সার্টিফিকেট বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রেশন নং-৪০৫২৬২/২০০১-২০০২, রোল নং-৫০৩৬৭৫ এ আমার নাম Dipak Dutta, পিতা Late Subhash Dutta এর পরিবর্তে Dipak Datta, পিতা Subash Datta হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গত ১০/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা এর এফিডেভিট দ্বারা Dipak Dutta পিতা Late Subhash Dutta এবং Dipak Datta, পিতা Subash Datta সর্বত্র এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর- ১ ব্লক ও কোতয়ালী থানার অধীন ১২৬ নং আসাননগর মৌজায় ৩৯৬৯ কৃষি খতিয়ানে ১১৯৩ নং হাল দাগে নদীয়া জেলার সাং ও পোস্ট- আসাননগর, থানা- ভীমপুর (বর্তমান) নিবাসী সাধন মুখার্জী, পিতা মৃত হাজারী মুখার্জী, সাং- কাশারীপাড়া, পোস্ট- কৃষ্ণনগর ও সাং- নতুন বাজার, এ. কে. দে লেন, পোস্ট- কৃষ্ণনগর নিবাসী পুলক দাস, পিতা মৃত গোপাল দাস এবং দেবাশীষ দে, পিতা মৃত অধীর দে কে উক্ত দাগে ৬ শতক জমির উপর জেনেরাল পাওয়ার দেন। এই ক্ষমতার বলে উনি সাং আসাননগর নওদাপাড়া, পোস্ট- আসাননগর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়ার নিবাসী অস্তু শর্মা, পিতা আনন্দ শর্মাকে ঐ সম্পত্তির ৩ শতক বিক্রয় করেন। দলিলের বিবরণ পাওয়ার দলিল: ১৩০৫/২০২১, বহি নং IV, অফিস এ.ডি. এস.আর, সদর কৃষ্ণনগর, নদীয়া। কবলা দলিল ১১৫৩৭/২০২৪, বহি। অফিস এ.ডি.এস.আর, সদর কৃষ্ণনগর, নদীয়া। উপরিউক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ে ও নামপত্তনে কারো কোনরকম আপত্তি থাকলে কৃষ্ণনগর- ১ B.L & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে!

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ মালিয়া মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৪৩৪ নং দাগের সম্পত্তিটি গত ইং ০৩/০৭/২০১৩ তারিখে Recorded Owner সৌমেন পাল এবং সন্দীপ পাল উভয়েই হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯৪১/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শ্রীমতী সবিতা দে সহ রাধারাণী সাঁতরা উভয়কে ক্ষমতা প্রদান করিলে, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সবিতা দে এবং রাধারাণী সাঁতরা উভয়েই হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯১৫/২০২৫ নং সাফ কোবালা দলিল দ্বারা ১। শ্রী সমীর সাঁতরা এবং ২। শ্রীমতী বর্ণালী সাঁতরা উভয়কেই উক্ত দাগের সম্পত্তিটি হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No- WB-1593/2015

‘জলঙ্গিতে জিহাদিদের তাণ্ডব’, একাধিক জেলায় ৩৫৫ ধারা জারির দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিডিও অফিসে ‘ওয়াকফ-বিরোধী আইন’-এর বিরোধিতায় ছদ্মবেশী প্রতিবাদীদের দ্বারা সংঘটিত হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক কড়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘এই ঘটনা কোনও প্রতিবাদ নয়, এটি পূর্ব পরিকল্পিত সহিংসতা। এটি গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার উপর আঘাত। জিহাদি শক্তি এর পেছনে রয়েছে, যারা সমাজে আতঙ্ক ছড়িয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে চায়।’

শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ, ‘সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, সরকারি আধিকারিকদের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে এবং ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে, সবটাই তথাকথিত প্রতিবাদের মুখোশ পরে করা হয়েছে।’

একইসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ‘বিক্ষোভ’ নয়, চলছে ‘অরাজকতা, বর্বরতা আর আইনবিরোধী কার্যকলাপ’। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ২৪ মিনিটে টুইট করে তিনি অভিযোগ করেন, ‘একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কট্টরপন্থীরা, যারা প্রকাশ্যে জানিয়েছে যে তারা ভারতের সংবিধানের বিরুদ্ধে এবং দেশের আইন মানবে না, তারাই এখন রাস্তায় নেমে দখলদারি চালাচ্ছে। জনজীবন বিপন্ন। সাধারণ মানুষ এই উগ্র গোষ্ঠীর হাতে কার্যত বন্দি।’ শুভেন্দুর দাবি,মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, মালদা এবং বীরভূম জেলার একাধিক থানা এলাকার উপর সংবিধানের ৩৫৫ ধারা জারি করা হোক। তাঁর অভিযোগ, এই অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, সংবিধানের ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী, কোনও রাজ্যে সংবিধান মেনে চলা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যদি রাজ্য সরকার পালন করতে না পারে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে।

একইসঙ্গে, মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক রেলস্টেশনে ধারাবাহিক ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-এর হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। শনিবার, ১২ এপ্রিল রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি লিখে তিনি জানান, ওয়াকফ আইন পাসের বিরোধিতায় তথাকথিত বিক্ষোভকারীদের নামে এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানো হয়েছে, যার ফলে শুধু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়নি, জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষেও তা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

চিঠিতে শুভেন্দু আরও লিখেছেন, ‘এই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডগুলি কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবা ব্যাহত করে না বরং জননিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তার উপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করে।’ তিনি উল্লেখ করেন, মুর্শিদাবাদ জেলার ভূ-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা এই ঘটনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে, কারণ এই জেলা বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা এবং সেখানে পিএফআই ও সিমি-র মতো উগ্রপন্থী সংগঠনের সক্রিয় উপস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে। চিঠির দ্বিতীয় পাতায় তিনি আরও বলেন, ‘এই তদন্তের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে যাবে। অপরাধীদের সণাক্ত করা যাবে।’ পরিশেষে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নেতৃত্বে রেল মন্ত্রক দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেবে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

তৎকাল টিকিটে সময় বদলের খবর ভুয়ো, জানাল আইআরসিটিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৎকাল এবং প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিট বুকিংয়ের সময় পরিবর্তন হচ্ছে;এই দাবি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু পোস্ট নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ‘খড়গপুর দর্শন’-এর মতো কয়েকটি স্থানীয় ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়েছে একটি গ্রাফিক্স, যেখানে ১৫ এপ্রিল ২০২৫ থেকে তৎকাল বুকিংয়ের নতুন সময় কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু এই দাবিগুলি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং বিভ্রান্তিকর বলে জানাল ভারতীয় রেলওয়ের অনলাইন টিকিট পরিষেবা সংস্থা আইআরসিটিসি।

আইআরসিটিসি-এর তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তৎকাল বা প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিট বুকিংয়ের সময় পরিবর্তন নিয়ে কোনও নতুন প্রস্তাব নেই। এ ধরনের কোনও পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় রেলওয়ে বা আইআরসিটিসি গ্রহণ করেনি। পাশাপাশি, বুকিং এজেন্টদের জন্য নির্ধারিত সময়সীমাতেও কোনও বদল হয়নি। আইআরসিটিসি-এর বিবৃতি অনুযায়ী, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট ছড়াচ্ছে, যাতে তৎকাল এবং প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিট বুকিংয়ের নতুন সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কোনও পরিবর্তনের প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যারা এই ধরনের ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছেন, তাঁরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন।’ বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, সোশ্যাল মিডিয়ার অসত্য ও যাচাইবিহীন তথ্যকে বিশ্বাস না করতে। যে কোনও রেল সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য একমাত্র আইআরসিটিসি-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা রেলের নির্ভরযোগ্য সোর্সেই নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করতে ইতিমধ্যেই রেল কর্তৃপক্ষ সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার শুরু করেছে। ১৫ এপ্রিল থেকে তৎকাল টিকিট বুকিং সময় বদলাচ্ছে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আইআরসিটিসি-এর তরফে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তৎকাল ও প্রিমিয়াম তৎকাল বুকিংয়ের নির্ধারিত সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকছে। বিভ্রান্তিকর পোস্ট থেকে সতর্ক থাকা এবং সঠিক তথ্য জানার জন্য সরকারি সূত্রে নজর রাখাই একমাত্র উপায়।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই এপ্রিল, ৩০ শে চৈত্র। রবি বার, কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ জালিয়ানওয়ালা বাগ দিবস। নীল পুজো। দেবী নীল যাত্রা তারকেশ্বর শিব মন্দিরে নীল বাতি দান নামে উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মেট্রো রাইড অ্যাপে ডিজিটাল যাত্রায় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ ও কুট্ট কোড টিকিট বুকিং-এর সুবিধাযুক্ত ‘মেট্রো রাইড কলকাতা’ অ্যাপ ইতিমধ্যেই ১০.৯৫ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড ও ৬৪ হাজারের বেশি আইওএস ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছে গিয়েছে।

২০২২ সালের ৫ মার্চ অ্যান্ড্রয়েড ও ২০২৪ সালের ২২ মার্চ আইওএস-এ এই অ্যাপ চালু হয়। রেলের নিজস্ব প্রযুক্তি সংস্থা সিআরআইএস এই অ্যাপ তৈরি করেছে। মেট্রো সূত্রের খবর, গত জানুয়ারি মাস থেকে এই অ্যাপে মেট্রোর ৩০ শতাংশের বেশি লেনদেন এখন ডিজিটাল। যাত্রীদের ভিড় এড়াতে অনলাইনে আগেভাগ টিকিট কাটার আবেদন জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে এই অ্যাপে নিয়মিত পরিষেবা সংক্রান্ত নোটিফিকেশনও মিলছে, নতুন পরিষেবা, বিশেষ ট্রেন, সময়সূচির বদল কিংবা বিঘ্ন-সবই এখন এক ক্লিকে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে যাত্রীদের।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ সিঙ্গুর থানার অধীন দিয়াড়া গ্রাম নিবাসী ১। কার্তিক মালিক, ২। শানু মালিক, উভয়ের পিতা শৈলেন মালিক হইতেছে এবং বুড়াশান্তি, সিঙ্গুর গ্রাম নিবাসী কমল পুঞ্জ ও গৌরীবালা পাত্রের নিকট হইতে আনন্দ মিশ্র সিঙ্গুর অফিসে ৫০৯৮/২০২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিলমূলে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে আনন্দ মিশ্র ওনাদের পক্ষে এবং স্বয়ং নিজ অংশ ৫২১৬/২০২৩ নং দলিলমূলে জে.এল নং ৯২, মৌজা ছিনামোড় গ্রামে এল.আর. ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ নং খতিয়ানদ্বয়ভুক্ত এল.আর ২৭১৫ নং দাগের যোলো আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ১৮ শতক জমি আমার মক্কেলদ্বয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে ক্রেতাদ্বয় তথা কার্তিক মালিক ও শানু মালিক বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর হইতে মিউটেশান মাধ্যমে নাম রেকর্ডভুক্ত করাইতে মনস্থির করিয়াছেন। উক্ত মিউটেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনেব মধ্যে সিঙ্গুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No- WB-1593/2015

‘কথায় কথায় সিবিআই নয়’, সীমা বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিযোগ উঠলেই সরাসরি সিবিআই তদন্ত, এই প্রবণতার বিরুদ্ধে এবার কড়া বার্তা দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোজা ভাষায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, ‘সিবিআই তদন্ত যেন রেওয়াজে পরিণত না হয়েছে।’ পাশাপাশি, কোন কোন পরিস্থিতিতে হাই কোর্টগুলি সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে, সেই বিষয়েও স্পষ্ট দিশা দেখাল বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ।

সম্প্রতি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট একটি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। অভিযোগ ছিল, এক ব্যক্তি ‘ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো’র ইনস্পেক্টর জেনারেল পরিচয় ভাঁড়িয়ে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং হুমকিও দেন। ঘটনাটি ঘটে হরিয়ানার পাঁচকুলায়, ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে। মামলার তদন্ত শুরু করেছিল রাজ্য পুলিশ। কিন্তু অভিযোগকারী তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন এবং মামলাটি সিবিআইকে দেওয়ার আর্জি জানান। সেই অনুযায়ী সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। শুনানিতে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘এমন নয় যে কোনও অস্পষ্ট অভিযোগ এলেই তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। এমন কিছু প্রাথমিক উপাদান থাকতে হবে, যা দেখে হাই কোর্ট মনে করতে পারে যে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বের এবং জটিলতা এমন যে, তা সিবিআই ছাড়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র অনুমান বা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়।’ এক্ষেত্রে আদালত উল্লেখ করে, কোনও ঘটনায় সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করাতে গেলে প্রয়োজন এমন নির্দিষ্ট তথ্য, যেগুলি হাই কোর্টের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়। শুধুমাত্র কিছু ‘যদি-তবে’র ভিত্তিতে সিবিআইকে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলে, তা আইনসঙ্গত নয়। এই মামলায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে। ২০২৩ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। তবুও, সিবিআই সেই সময় এফআইআর রুজু করে দেয়। পরে সুপ্রিম কোর্টে তারা জানায়, এটি ‘ভুলবশত’ ঘটেছে এবং সংস্থা এই ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আদালত সেই ক্ষমা গ্রহণ করেছে। সব মিলিয়ে, সুপ্রিম কোর্ট এবার কার্যত বার্তা দিয়ে দিল; সিবিআই তদন্ত কোনও স্বতঃসিদ্ধ পথ নয়। হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ তখনই যুক্তিযুক্ত, যখন সত্যিই তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রাথমিকভাবে প্রতিপন্ন হয়। অন্যথায়, বিচারব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিকাঠামো ও কেন্দ্র-রাজ্যের দায়িত্ববণ্টনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রীমতি দীপ্তি ঘোষ,** স্বামী প্রয়াত দিলীপ ঘোষ, এবং প্রয়াত অশোক বসু পিতা প্রয়াত অমিয় বসু এবং প্রয়াত শিবানী বসু এর একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৫০ বর্গফুট আনুমানিক ‘**ডিউক গার্ডেন/লর্ড**’ ভবনে, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় ‘**প্রিন্স**’ ভবনে, অবস্থিত **মৌজা রঘুনাথপুর, জেএল নং ৮, দাগ নং ৩৫৫, ৩৪৭, এবং ৪৪৯, খতিয়ান নং ১৫২,২১২, ২১৩, ওয়ার্ড নং ১৭, বি এম সি, থানা : রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯**, পুত্র দীপঙ্কর ঘোষকে দায়মুক্ত, অ্যাটাচমেন্ট, লিয়েন, বন্ধক ইত্যাদি সমুদয় মুক্ত হিসেবে দান করতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তির (গণ) কোনও দাবি, অধিকার, লিয়েন, বন্ধক বা অন্য কোনও অধিকার উক্ত সম্পত্তিতে থাকলে আমার সঙ্গে বৈধ নথি সহ ১০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি এবং অধিকার পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে গ্রাহ্য হবে না।

এইচ পি মিত্তাল, অ্যাডভোকেট
২৬৮এ, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১২,
তারিখ : ১১.০৪.২০২৫ মোবাইল : ৮৯৮১০৬৩০০১

NOTICE

Smt. 1. Tulsi Saha, W/O-Sri Mani Mohan Saha 2. Sri Mrinmoy Saha, S/O-Sri Mani Mohan Saha 3. Smt Prakriti Saha, W/O-Sri Mrinmoy Saha all are represented by Power of Attorney holder and for my self 4. Sri Mani Mohan Saha, S/O-Lt. Mukundalal Saha all residing at 95, Pilkhana Road, PO & PS-Berhampore, Dist-Murshidabad who has been appointed as constituted Attorney by Deed No IV-76, dated 25.11.13 Registered on 07.03.14 at A.D.S.R office Berhampore 5. Smt Shila Das, W/O-Sri Nepal Chandra Das, 6. Sri Nepal Chandra Das, S/O-Lt. Haripada Das 7. Sri Prosenjit Das, S/O-Sri Nepal Chandra Das all residing at 5/1 Guhi Khan Sama Lane, Madhupur, PO & PS-Berhampore, Dist-Murshidabad 8. Sri Prosenjit Mondal, S/O-Prabhas Chandra Mondal 9. Smt. Pampa Saha(Mondal) W/O-Prosenjit Mondal both residing at Narasingharpur, PO-Sagarpara, PS-Jalangi, Dist-Murshidabad. The owner cum vendor Nos 9 is represented by her Power of attorney holder Prosenjit Mondal vide Power of attorney No 6188, dated 31.03.23 at A.D.S.R Berhampore and other parts M/S Mukunda Abasan residing at Registrar Office 50/1 A.C. Road(South), PO-Khagra, PS-Berhampore represented by partners 1. Sri Mani Mohan Saha, S/O-Lt. Mukundalal Saha, 2. Smt. Tulsi Saha, W/O-Sri Mani Mohan Saha 3. Sri Mrinmoy Saha, S/O-Sri Mani Mohan Saha and 4. Smt. Prakriti Saha, W/O- Sri Mrinmoy Saha all residing at 95 Pilkhana Road, PO & PS-Berhampore, Dist-Berhampore to be referred as Developers Tulsi Saha, Prakriti Saha and Mrinmoy Saha the partners nos 2,3,4 are represented by Partner No 1. Mani Mohan Saha who has been appointed as constituted Power of Attorney holders by Deed No IV-149, Dated 20.03.13 registered at A.D.S.R office Berhampore sale below secluding property to Purnendu Roy, S/O-Lt. Surath Chandra Roy residing at 109/2/2 Bishnupore Road, PO & PS-Berhampore, Dist-Murshidabad vide sale deed No I-11244/24 at A.D.S.R Berhampore. if anyone have any objection regarding this property please visit Berhampur A.D.S.R office. Secdule Proparty:- R.S Khatian No 25, R.S Plot No 84, Dist-Murshidabad, Mouza 92 No Madhupur.

দমদম মার্গ সঙ্গীত উৎসবের পঞ্চম সংস্করণ এর শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক তথা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ব্রাত্য বসু, এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সুকান্ত (রাজু) সেন শর্মা, দক্ষিণ পৌরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান পাঁচু রায়, এই উৎসব দমদমের রবীন্দ্র ভবনে চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। আয়োজনে দমদম প্রত্যয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

ফের উত্তাল দেউচা-পাচামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের একপ্রান্তে যখন ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে, অন্যপ্রান্তে তখন এসএসসি-র চাকরিহারাদের আন্দোলনে উত্তাল রাজপথ। ঠিক সেই সময় ফের দেউচা-পাচামি কয়লাখনি নিয়ে নতুন করে আন্দোলনের আবহ তৈরি হল বীরভূমের সিউড়িতে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ,পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ এই তিনটি সংগঠনের ডাকে শুক্রবার শহর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন আদিবাসী মানুষজন। পরে সিউড়ির বেনীমাধব মাঠে হয় প্রতিবাদ সভা। এই আন্দোলনের মূল সুর, কয়লা উত্তোলনের নামে আসলে পাথর তোলা হচ্ছে, আর আদিবাসী-দলিত মানুষদের জোর করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দেউচা-পাচামিতে বিপুল পরিমাণ ব্যাসল্ট শিলা মজুত রয়েছে। কয়লার খোলসে মূল উদ্দেশ্য সেই মূল্যবান শিলা তুলে নিয়ে যাওয়া। জমি দেওয়ার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেখানে চলছে চূড়ান্ত স্বজনপোষণ। জমিদাতারা চাকরি পাচ্ছেন না, চাকরি পাচ্ছেন বহিরাগতরা। এই অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকের পর। তাঁর দাবি, ‘দেউচা-পাচামির প্রকল্প আসলে একপ্রকার ধোঁকা। কয়লার খনির আড়ালে এখান থেকে পাথর তোলাই আসল উদ্দেশ্য। জমিদাতারা তো বটেই, বহিরাগত এবং তৃণমূলের ঘনিষ্ঠদের চাকরি দিয়ে স্বজনপোষণের নিদর্শন গড়েছে সরকার।’ আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, খনি চালু হলে অন্তত ২০টি গ্রামের ২১ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে দিতে হবে। বেশির ভাগ গ্রামই আদিবাসী অধ্যুষিত। খনির জন্য ধ্বংস হবে বনাঞ্চল, জলাভূমি, চারণভূমি, চরম ক্ষতি হবে পরিবেশের। তাই শুরু থেকেই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরব এলাকার মানুষ।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেই জমিদাতাদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ, পুনর্বাসন এবং চাকরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিছু জমিদাতা চাকরি পেলেও, স্বজনপোষণের অভিযোগ ধাক্কা দিয়েছে সেই প্রকল্পের স্বচ্ছতায়। একদিকে এসএসসি দুর্নীতি, অন্যদিকে জমি-চাকরি নিয়ে দেউচা-পাচামির অভিযোগ, সব মিলিয়ে প্রবল চাপের মুখে রাজ্যের শাসক দল।

৩০ এপ্রিল দীঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীঘায় জগন্নাথ ধাম উদ্বোধনের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। তার আগে সৈকত শহরের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে শনিবার বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নবান্নে হওয়া ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত, পরিবহণ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও আরও কয়েকটি দপ্তরের সচিবরা। সেই সঙ্গে ছিলেন দীঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের অধিকর্তা ও হিডকোর এমডি। সূত্রের খবর, মূল অনুষ্ঠানে থাকবেন আড়াইশ ভিভিআইপি এবং ১২ থেকে ১৪ হাজার জন অতিথি। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি ও তাঁর দল নৃত্য পরিবেশন করবেন।

দীঘায় ভিড় সামলাতে ২৮ এপ্রিল থেকেই গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল মন্দিরের তিন থেকে চার কিলোমিটারের মধ্যে কোনও গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানান, ওই সময়ে যাঁরা দীঘায় গাড়ি নিয়ে যেতে চান, তাঁদের ২৮ এপ্রিল দুপুর ৩ টের মধ্যে পৌঁছে যেতে হবে। তিনি নিজেও ওই সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল সৈকত শহরে কোনও গাড়ি প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। ২৯ এপ্রিল হবে মহাযজ্ঞ। ৩০ এপ্রিল জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

রেশন বণ্টন এখন আরও স্মার্ট ‘মেরা রেশন’র মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্মার্ট পিডিএস কর্মসূচির অধীনে রেশন বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত করতে একটি বিশেষ অ্যাপ চালু হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতাভুক্ত রেশন গ্রাহকদের খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত লেনদেন পরিচালনার জন্য ‘মেরা রেশন’ নামে এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। যা সমস্ত রেশন দোকানে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। খাদ্যমন্ত্রকের যুগ্মসচিব রবিশঙ্কর সম্প্রতি কলকাতায় এসে -সহ রেশন ব্যবস্থা পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্য খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।মেরা রেশন অ্যাপ চালু হলে খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া এটির মাধ্যমে চলবে বলে জানিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় কর্তা। রেশন গ্রাহকদের খাদ্য সরবরাহ করতে গিয়ে সার্ভার সংক্রান্ত সমস্যার জন্য পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, মাসখানেকের মধ্যেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে। শুক্রবার বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে সার্ভার ঘটিত সমস্যার ইঙ্গিত মিলেছে। যা দূর করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৩এপ্রিল ২০২৫, ৩০ চৈত্র, রবিবার

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেও পথে চাকরিহারারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরিহারাদের সঙ্গে শুক্রবারই বিকাশ ভবনে বৈঠক হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। সূত্রে খবর, ওই বৈঠক যথেষ্ট ইতিবাচক। তবে তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। কারণ, বৈঠকের পরও পথেই চাকরিহারারা। সল্টলেকের এসএসসি ভবনের সামনে এখনও অনশনে তিন চাকরিহারা। তাঁরা হলেন সুমন বিশ্বাস, পঙ্কজ রায় এবং প্রতাপ রানা। চাকরি ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন বলেই দাবি তাঁদের। এদিকে, আবার গান্ধিমূর্তির পাদদেশে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে চাকরিহারাদের অবস্থান। তার আগে এসএসসি ভবনের সামনে রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। চাকরিহারাদের দাবি, রোদবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে অনশন মঞ্চের কাছে চাদর দিয়ে ছাউনি দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তাঁরা।

অভিযোগ, তাতে বাধা দেয় পুলিশ। অনশন মঞ্চের কাছে ছাউনি দেওয়া যাবে না বলেই সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। তবে কেন করা যাবে না, সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট কোনও কারণ পুলিশের তরফে উল্লেখ করা হয়নি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ প্রক্রিয়া 'অসাংবিধানিক' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' বলে তোপ দেগে সম্প্রতি এসএসসির ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এক নিমেষে চাকরি হারিয়েছেন ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সেই চাকরিহারাদের মধ্যে যারা 'যোগ্য'তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার জানান, 'যোগ্য' একজনেরও চাকরি যাবে না। একাধিক বিকল্প পরিকল্পনা করা রয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সকলকে নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাজ করে যান। বাচ্চাদের শিক্ষা দিন। ২ টো মাস কষ্ট করুন।' তবে এরপরও স্কুলমুখো হননি 'যোগ্য' চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ। বরং অধিকার বুঝে নিতে আন্দোলনের পথ বেছে নেন তাঁরা। বুধে চাকরিহারাদের ডিআই অফিস অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা বাংলা। কসবায় লাঠিচার্জের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে মহামিছিল ও এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। বৃহস্পতিবার শিয়ালদা থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। সেই মিছিলে পা মেলান জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার, অনিকেত মাহাতো, আসফাকুল্লা নাইয়া থেকে শুরু করে বাদশা মৈত্ররা।

সোমে কালীঘাটে স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ অপেক্ষার পর চালু হতে চলেছে কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন স্কাইওয়াক। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করতে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন, ১৪ এপ্রিল এই বহুপ্রতীক্ষিত কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হতে চলেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের নভেম্বরে দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি স্কাইওয়াকের উদ্বোধনের দিন কালীঘাটের জন্য একই ধাঁচের স্কাইওয়াক নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা মতো, দক্ষিণেশ্বরের আদলে কালীঘাটেও তৈরি হয় অত্যাধুনিক এই স্কাইওয়াক। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করে ১২৫ কোটি টাকা। প্রায় ৪৫০ মিটার লম্বা এই স্কাইওয়াক এসপি মুখার্জি রোড থেকে কালী মন্দির রোড পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। নকশা অনুযায়ী, স্কাইওয়াকে ওঠার জন্য রয়েছে চলমান সিঁড়ি। দেখতেও খানিক দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের ধাঁচেই। তবে নির্মাণ কাজ শুরু করতে সে সময় খানিক বেগ পেতে হয়েছিল সরকারকে। প্রথমদিকে, হকারদের আপত্তি, দোকান সরানো, জমি সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের বাস্তব রুপায়নে খানিক বিলম্ব ঘটে। অবশেষে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয় নির্মাণ কাজ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শেষ হয়েছে স্কাইওয়াক নির্মাণের কাজ। এখন শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষা। স্থানীয়রা মনে করছেন, স্কাইওয়াকটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কালীঘাট থেকে হাজরাগামী ওই রাস্তায় যানজট কমবে। হাঁটাচলা করতে সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি, কমবে দুর্ঘটনা।

শিব তাণ্ডব নৃত্য শুরু হলে মুখ্যমন্ত্রী সামাল দিতে পারবেন না: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ বিলের বিরোধিতার নামে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। এমনকি ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। শনিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে পানিহাটিতে গোদাবাড়িশ্বরী শিব কালি মন্দিরে হাজির হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'শিবের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাল দিতে পারবেন না।' মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি তাঁর সাফ বক্তব্য, 'এটা আন্দোলন নয়। এটা হিংসাত্মক দাঙ্গা। মুর্শিদাবাদে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।' তাঁর অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের যেখানে তাণ্ডব চলছে। সেখানে ঠিক থানার উল্টো দিকের বড় প্রেক্ষাগৃহে অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ও বারুদ মজুত রেখেছে তান্ডবকারীরা। প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। ওখানে প্রশাসনের ভোট ব্যাঙ্ক নির্ভর নিস্ক্রিয়তা চলছে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবে সনাতনীদের দমিয়ে রাখতে পারবেন না। একটা সময় সনাতনীরা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবেন।' তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যে যেভাবে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। তাতে আগামীদিনে বাংলা 'পশ্চিম বাংলাদেশে' পরিণত হবে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। এদিন সুকান্ত মজুমদার রাস্তায় চলা বাস, অটো এবং মোটর বাইকে নিজের গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেন। গোদাবাড়িশ্বরী শিব কালী হনুমান মন্দিরে এদিন হাজির ছিলেন কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চণ্ডী চরণ রায়, যুব নেতা জয় সাহা প্রমুখ।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাণ্ডবের জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতার নামে তাণ্ডব চলছে। এর জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সুন্দিয়া গার্লস হাই স্কুলের সন্নিকটে হনুমান মন্দিরে হনুমান জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে সনাতনীদের একজোট হতে হবে। অন্যথায় সনাতনীরা বাঁচবে না। তাঁর সংযোজন, 'ওয়াকফ বিলের বিরোধিতার নামে রাজ্য জুড়ে তাণ্ডব চলছে। এই তাণ্ডব করাচ্ছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তাঁর সাফ বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগুনে ঘি ঢালছেন। সেই আগুনের একদিন উনি পুড়বেন।' হনুমান জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রদ্যুৎ ঘোষ, রাজ বিশ্বাস-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

ছাঁটাইয়ের পরেও স্কুলে কেন? অবমাননার নোটিস ববিতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানো সত্ত্বেও একাংশ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর স্কুলে যাওয়া নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুললেন মামলাকারীরা। শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠালেন এসএসসি মামলার মূল মামলাকারীরা, ববিতা সরকার, সেতাব উদ্দিন, নাসরিন খাতুন, লক্ষ্মী তুঙ্গা ও আধুল গনি আনসারি। তাঁদের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস গত ৯ এপ্রিল এই নোটিস পাঠান। নোটিসে অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ২০১৬ সালের বাতিল হওয়া এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় থাকা বহু শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এখনও স্কুলে যাচ্ছেন। শীর্ষ আদালতের রায়ে ২৫,৭৩৫ জনের চাকরি বাতিল হলেও সরকারপক্ষ থেকে তা কার্যকর করার কোনও সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে না বলেই দাবি। এই অবস্থাকে 'ইচ্ছাকৃত অবমাননা' বলে বর্ণনা করেছেন মামলাকারীরা।

প্রসঙ্গত, ববিতা সরকারের আবেদনের ভিত্তিতেই পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি খারিজ হয়েছিল। পরে সেই চাকরি পান ববিতা, কিন্তু হাই কোর্টের নির্দেশে তাঁরও চাকরি বাতিল হয়। সেই পদে আসেন শিলিগুড়ির অনামিকা রায়, যিনি পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারান। চাকরি বাতিলের রায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তৈরি হয় সংকট। বহু স্কুলে একাধিক পদ ফাঁকা হয়ে যায়। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোরে আয়োজিত সভায় ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকদের ফের স্কুলে যাওয়ার 'পরামর্শ' দেন। যদিও শিক্ষা দপ্তর কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা দেয়নি। অপরদিকে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে, নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত 'যোগ্য'দের কাজে বহাল রাখার অনুমতি দেওয়া হোক। এই পরিস্থিতিতেই শিক্ষা দপ্তরের সচিব বিনোদ কুমার, কমিশনার অরূপ সেনগুপ্ত, এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে আইনি নোটিস পাঠানো হয়। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে, হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে সমস্ত ওএমআর শিট যেন এসএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এর আগে, সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরেও আদালত অবমাননার নোটিস পাঠিয়েছিলেন আইনজীবী সিদ্ধার্থ দত্ত।

শিক্ষকের পয়সা খাওয়ার পাপ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার সনাতনী ঐক্য মঞ্চের গারুলিয়া নগর ও শ্যামনগর খণ্ডের তরফে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সন্ধেয় গারুলিয়ার পিনকল মোড় থেকে সেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে শ্যামনগর ঝাউতলা হনুমান মন্দিরের কাছে শেষ হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, '২৬ হাজার শিক্ষকের পয়সা খাওয়ার পাপ মুখ্যমন্ত্রী চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ এটা ভুলবেন না।' তাঁর বক্তব্য, 'বাংলায় সনাতনীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। বাংলাকে বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমে জবাবও দিচ্ছেন।' রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতার নামে তাণ্ডব নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এসব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করাচ্ছেন। সংখ্যালঘুদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে উনি উৎপাত করাচ্ছেন।' মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'ওখানকার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। আদালত বলার পর ওখানে সেনা নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী কেন সেনা নামাননি? আসলে উনি চান, সনাতনীরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যাক।' এদিনের শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদস্য রোহিত সাউ, ব্যারাকপুর জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্য রানা চক্রবর্তী প্রমুখ।

গতি নিয়ন্ত্রণ নীতির পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চিহ্নিত ইএম বাইপাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ দুর্ঘটনা আরও কমাতে রাজ্য সরকার নতুন গতি নিয়ন্ত্রণ নীতি বা স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি চালু করছে। আইআইটি খড়্গপুরের সহায়তায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে কলকাতার ইএম বাইপাসে এই নতুন নীতি প্রয়োগ করা হবে। সাফল্য মিললে ধাপে ধাপে রাজ্যের অন্যান্য সড়কেও নতুন নীতি কার্যকর করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এর প্রথম ধাপ হিসাবে কোন রাস্তায় কত গতিতে গাড়ি চলবে, তার উল্লেখ-সহ মুখ্যসচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। এ প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, আমাদের কাছে একটি দুর্ঘটনাও কাম্য নয়। তাই এ রাজ্যেই প্রথম এধরণের নীতি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে রাস্তা ঝাঁচকচকে হয়ে গিয়েছে। তাই গাড়ি চলাচল করছে দ্রুত গতিতেই। তবে জনবহুল এলাকায় দুর্ঘটনা কমাতে গতির নিয়ন্ত্রণও চাই। এজন্য স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসির পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রথম ইএম বাইপাসকে বাছা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৮ সালে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি চালু করেন। তারপর থেকে রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা অনেক কমে গিয়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে। আগে বছরে ১৭ হাজারের বেশি দুর্ঘটনা ঘটত। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ হাজার। মৃতের সংখ্যা বছরে ৭ থেকে কমে ৬ হাজার হয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় ১১তম স্থানে পৌঁছেছে রাজ্য। পথ দুর্ঘটনার তালিকায় অনেক উপরে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু।

বিধানসভায় শায়িত রাজ্যের মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার মরদেহ। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত বর্তমান মন্ত্রীরা।

চা পর্যটনে সাড়া, ৩২টি প্রকল্পের প্রস্তাব রাজ্যকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চা বাগানের অব্যবহৃত ও পতিত জমি পরিবেশবান্ধব পর্যটন এবং সহযোগী শিল্পের জন্য ব্যবহারের নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি এই নীতিকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ আগ্রহ বাড়ছে এই পর্যটনকে কেন্দ্র করে। চা পর্যটন বা টি-ট্যুরিজমের অংশ নিতে চেয়ে এপর্যন্ত ২৭টি সংস্থার কাছ থেকে মোট ৩২টি প্রকল্প প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বাগানে চারটি সংস্থার সাতটি প্রকল্প সহ মোট ১১টি প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে মোট ২ হাজার ২০৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলার বিভিন্ন চা বাগানের অব্যবহৃত ও পতিত জমিতে পরিবেশবান্ধব চা পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার ২০১৯ সালে এই সংক্রান্ত একটি নীতি গ্রহণ করে।

এই নীতিতে বলা আছে যেখানে চা জন্মায় সেটা ক্ষতি করা যাবে না। সেই নীতি থেকে রাজ্য সরকার সরছে না। কিন্তু যেখানে চা চাষ হচ্ছে না বা জমি ব্যবহার না হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানকার ১৫ শতাংশ জমিতে টুরিজিম প্রজেক্টের জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। সেখানে হোটেল-সহ পর্যটনের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে নিয়োগের ৮০ শতাংশ স্থানীয়দের মধ্যে থেকেই করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থা সরকারের বেধে দেওয়া যাবতীয় শর্ত পূরণ করে তবে অতিরিক্ত খালি জমি থাকলে তবেই তার আরো ১৫ শতাংশ সেই সংস্থাকে লিজ দেয়া হবে। মুখ্য সচিবের নেতৃত্বাধীন বিশেষ কমিটি কেস টু কেস বিবেচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর আগে ৩ বছরের জন্য উত্তরবঙ্গের ৬টি চা বাগানকে লিজ দেওয়া হয়েছে। এর কোনওটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোনওটি আবার নাম কা ওয়াস্তে খোলা থাকলেও কর্মীরা বেতন পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। চা উৎপাদন থেকে কর্মীদের সঠিক সময়ে বেতন, পিএফ-সহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা ওরা করলে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত থেকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রয়েছে। তার প্রভাবেই বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে। কারণ, জোড়া অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব রয়েছে বাংলায়। উত্তরবঙ্গ ও সিকিম সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে সেই ঘূর্ণাবর্ত। মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অক্ষরেখা যেটি ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে বলেই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সকালের দিকে গরম লাগলেও, সন্ধ্যার পর আবহাওয়া আরামদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কমবেশি ঝড়, বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও হলুদ, কোথাও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ে। উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই ঝড়, বৃষ্টি চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী মঙ্গল বা বুধবার পর্যন্ত। কলকাতা সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে দক্ষিণে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন,

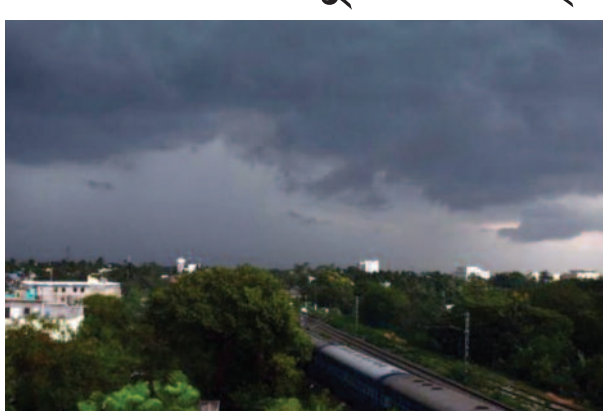

পশ্চিমের জেলায় ঝড়, বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শনি ও রবিবার বেশ কিছু জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও রয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা প্রবল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার সকাল থেকেই কলকাতায় পরিষ্কার ছিল আকাশ। বেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় রোদ চড়লে অস্বস্তি বাড়ে। বিকেল বা রাতের দিকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। তবে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের কথাও জানানো হয়নি হাওয়া অফিসের তরফে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, উইকেণ্ডে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। কলকাতায় শনিবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। গতকাল, শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৪ থেকে ৮৯ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কিছু মানুষ সঙের গানকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে বসেন

রাস্তায় বের হতেই এক দল সন্ন্যাসী ঘিরে ধরলেন। এক জনের মাথায় পাটের শিব। সবাই নাচতে নাচতে সেই শিবকে নিয়েই বিভোর হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ বাদেই হাত পেতে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন তাঁরা। ভিক্ষার টাকাতেই নাকি ওঁদের পুজো হয়। ওঁরা সবাই গাজনের সন্ন্যাসী। বছরের এই সময়টায় দেখা মেলে। সবাই ভিক্ষা দিলেন। আমিও দিলাম। ভিক্ষা পেতেই সন্ন্যাসীরা চলে গেলেন অন্য দিকে। চৈত্র মাসের এ এক রঙিন ছবি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' চড়ক বা নীল পুজো এলে কথাটির অর্থ মর্মে মর্মে বোঝা যায়। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর তারই একটি হল এই চড়ক পুজো। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ একটি লোকউৎসব নীলষষ্ঠী পালিত হয় চড়কের ঠিক আগের দিন। তারপর বছরের শেষ দিন চৈত্র মাসের শেষ তারিখ অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু হয় চড়ক পুজো। উৎসবটি চলে বাংলা নববর্ষের প্রথম দুই-তিন দিন পর্যন্ত। অঞ্চল ভেদে এই পুজোর বিভিন্ন নাম রয়েছে; নীল পুজো, গম্ভীরা পুজো, শিবের গাজন ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, নদীয়া-সহ বহু স্থানেই এই উৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়ে থাকে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল; গাজনের গান এবং সঙ সেজে নানান অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশন। বাংলার মৃতপ্রায় এই সঙ সংস্কৃতিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য যদি সঙেদের রেখে যেতে পারি, তবে চড়কের আনন্দ আরও বেশ কিছু কাল প্রবাহিত হতে পারবে তার আপন ধারায়।তৎকালীন সময়ে বাংলা জুড়ে যে সমস্ত ঘটনা সমাজে সারা বছর ধরে আলোড়িত হত, সে সমস্ত কাহিনীই স্থান পেত সঙের ছড়ায় আর গানে। সে সময়ের সমাজের নানান অসঙ্গতিকে বিদ্রুপ করার জন্য অনেকেই সঙ সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছিলেন। নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কিছু মানুষ সঙের গানকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে বসেন।

শব্দবাণ-২৪৫

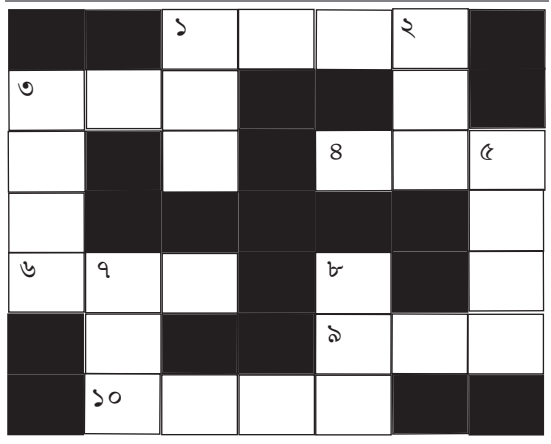

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.খড়্গবিশেষ ৩. অনুষ্ঠান, পালন ৪. কোমল ৬. নারীর কেশবিন্যাস ৯. নিপাতিত ১০. বিষ্ণু, নারায়ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.অতি দরিদ্র ২. নগর, লোকালয় ৩. মানসিক ৫. প্রেম, ভালবাসা ৭. সুস্থ ৮. চঞ্চল, অস্থির।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪৪

পাশাপাশি: ২. উৎকলিকা ৫. রঞ্চ ৬. পাট ৭. বাণ ৮. খাদ ১০. করকমল।

উপর-নীচ: ১. খুলি ২. উৎপাদক ৩. কমা ৪. কারণজল ৯. ফাঁক ১১. রমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

নাজমা হেপাতুল্লা

১৯৪০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নাজমা হেপাতুল্লার জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কালটন চ্যাপম্যানের জন্মদিন।*
১৯৯৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কে সি কারিয়াপ্পার জন্মদিন।*

বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায়ে আগমনী ও বিজয়ার সুর বেজে ওঠে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

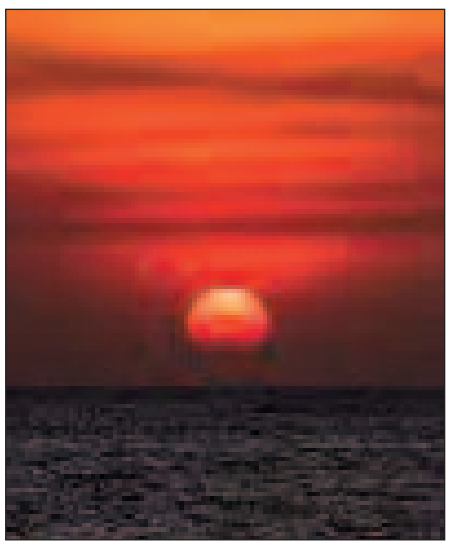

কথায় বলে অভাবের সময় ক্ষিদে পায় বেশি । সারা দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব সুদীর্ঘ লকডাউনে ঘরবন্দি জীবনে চলমান রেলের জানলা দিয়ে অস্থির দৃশ্যের মতো সবকিছু যেন পিছনের দিকে ছুটে চলেছে । অথচ অনিশ্চয়তার গতিতে কোথাও স্বস্তির অবকাশ নেই । তখন শীতার্ত জীবনের মধ্যে সাময়িক উষ্ণতার পরশ না পাওয়ার বেদনায় স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের স্মৃতি আরও দুখজাগানিয়া গান হয়ে ওঠে । সেখানে নববর্ষের হাতছানিতে নতুন করে প্রাণিত হওয়ার অবকাশও আমাদের অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তোলে । অথচ বর্ষবরণের ঘটা আমাদের বাঙালি জীবনের ভালে ফোঁটা হয়ে ওঠেনি সেদিনও । আসলে প্রয়োজনের আয়োজনে ঘটা থাকলেও তা কৃত্রিমতার আভিজাত্যে আন্তরিক হতে পারে না । অন্যদিকে প্রিয়জনের সমাদরে সেই আভিজাত্যের অভাব হলেও তাতে প্রাণের পরশ আপনাতেই ছড়িয়ে পড়ে । সেদিক থেকে মূলত কৃষকের খাজনা পরিশোধের সুবিধার্থে মোঘলসম্রাট আকবর বাংলা সনের সূচনা করেছিলেন ১৫৮৪-এর মার্চ মাসের ১০ বা ১১ তারিখে । এখনও অবশ্য সরকারি ভাবে জমির খাজনার হিসাব বাংলা তারিখ অনুযায়ী ধার্য করা হয়। অন্যদিকে পয়লা বৈশাখে নববর্ষ পালনের আয়োজনে সময়ান্তরে হালখাতার উপরে শুভ চিহ্নের টিকা যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বাঙালিমানসে 'শুভ নববর্ষ' সেভাবে প্রাণিত হতে পারেনি । সেখানে ব্যবসায়িক প্রয়োজনকে আয়োজনে সামিল করে বাঙালি তার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধিতে যতখানি আন্তরিক হতে পেরেছ, তার সঙ্গে ততখানি আত্মিক যোগ গড়ে তুলতে পারেনি । প্রয়োজনকে আয়োজনে সামিল করে তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার নিয়মসর্বস্ব বাতিকে তো আর প্রাণের সাড়া মেলে না । মাছে-ভাতে আর ধুতি-পাঞ্জাবিতে একদিনের বাঙালি সাজার মধ্যে তার শূন্যতাই প্রকট হয়ে ওঠে । সাজার ঘটার মধ্যেই শ্রীহীনতার পরিচয় স্পষ্টতা লাভ করে । বাঙালি সাজার নববর্ষে তাই বাঙালির দেওলিয়াপনা আরও আন্তরিক মনে হয় । সেখানে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার, সরি শুভ নববর্ষ'-এর ছদ্ম অভিনয় আরও চোখে আঙুল দিয়ে কথা বলে । পয়লা বৈশাখে বই-পত্র প্রকাশের নান্দনিকতা আমাদের মননশীল আভিজাত্যকে একপ্রকার বাঁচিয়ে রেখেছে । অবশ্য বইপ্রকাশের যে আভিজাত্য ছিল, বইমেলার ঘনঘটায় তাও হারাতে বসেছে । তবুও তা নিয়ে প্রকাশনালয়ে নববর্ষের আয়োজন এখনও আমাদের হাতছানি দেয় । অবশ্য তাতেও সেই ব্যবসায়িক সংযোগ সংগুপ্ত রয়েছে । অন্যদিকে আছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মেতে ওঠার চেতাবনি । সেদিক থেকে কবিগুরু যেমন বৈশাখ মাসটিকে বনেদি আভিজাত্য প্রদান করেছেন, তেমনই তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের আলোয় বাঙালিমানস থেকে নববর্ষের অভিমুখকে সরিয়ে নিয়ে নিজের দিকে ফিরিয়েছেন। এতে 'এসো হে বৈশাখ' শুভ নববর্ষের দ্বারে থেমে থাকেনি, ২৫ বৈশাখে ধাবিত হয়েছে । অন্যদিকে 'বচ্ছরকার দিন' বা 'বছরের প্রথম দিন'টি ভালোভাবে কাটার মধ্যে সারাবছরের শুভবোধের চেতনা আমাদের কিছুটা হলেও সচেতন করে তোলে । অবশ্য প্রায় সব উৎসবের রস শেষে রসনাতৃপ্তিতে মুখর হওয়ার মতো রসিক বাঙালির ভোজনের মধ্যেই তার নববর্ষ সজীবতা লাভ করে । তবে অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত । সকলের নববর্ষ একভাবে আসে না । সময় কাটানোই যেখানে জীবনের লক্ষ্য, সেখানে সময়কে পাশ কাটিয়ে চলাই দস্তুর । সেক্ষেত্রে নববর্ষের হাতছানি ভালোভাবে জীবন কাটানোর ব্রতে একাত্ম হয়ে ওঠে । এজন্য আমিও ছোটবেলায় শুভ নববর্ষের দিনে 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'তে সচল হয়ে পড়তাম । চড়কডাঙা কলোনির স্ট্যান্ডের দোকানে হালখাতার বক্সের আওয়াজে তার সরবতা মন থেকে নিমেষেই মুছে যেত । ওতে যে প্রয়োজনে আয়োজনের ঘটা তার সীমিত পরিসরেই আবদ্ধ । অন্যদিকে নববর্ষকে নিয়ে বাঙালির কোনোরকম বাড়তি টান তৈরি হয় না । অবশ্য বাঙালিত্ব নিয়েই বাঙালির মধ্যে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে । আবার সেই অভাবের মূলেও রয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট । সেখানে নববর্ষ উদ্‌যাপনে ঐকান্তিকতার অভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে বাংলার নববর্ষ এখনও স্বকীয়তায় বাঙালির নববর্ষ হয়ে ওঠেনি । ওপার বাংলায় তা নিয়ে অবশ্য প্রাণের সাড়া যাও-বা মেলে, এপার বাংলায় তার দেহটিকেই খুঁজে পাওয়া দুরূহ । অবশ্য যৌবনের সূচনায় একবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বর্ষবরণকে উপভোগ করার ।

তখন নিজেকে পরখ করার বয়স । সদ্য বাংলায় অনার্স পাশ করেছি । মিসলেনিয়াস পরীক্ষা দিতে রানীগঞ্জে গিয়ে ফেরার সময় আসানসোলে লজ ছেড়ে স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন নেই । অবশেষে যখন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছেছি, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে । সেই ৯-১০টার সময় এই হোটেল-সেই হোটেল করে কোথাও জায়গা পেলাম না । সেই পয়সাও তো আমার বাড়ন্ত । বেশি টাকা দিলে হয়তো মিলতেও পারত । অবশ্য না মিলে ভালোই হয়েছে । বাসস্ট্যান্ডের কাছে হঠাৎ শুনতে পেলাম কাছেই গানের ঝলসা হবে । সেটি মুসলিম অধ্যুষিত পাড়া । ভাবলাম মন্দ কি, সারারাত সেখানে কেটে গেলে ভালোই হয় । বিনে পয়সায় প্রীতিভোজ না হোক প্রীতিভাজন হওয়াও তো ভাগ্যের ব্যাপার ! স্টেশনের চেয়ে লোকের মধ্যে বেশ আনন্দেই রাতটা কেটে যাবে ভেবে সেখানে ব্যাগ নিয়ে রওনা হই । ভিড়ের মধ্যে জায়গাও পেলাম । ভাবলাম যদি কেউ আমার ব্যাগ দেখে আমায় চিনতে পারে, বা, ব্যাগটাই আপন ভেবে নিয়ে যায় । এজন্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করে সেই ভিড়ে মিশে গেলাম । সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম এটি আসলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান । তাতে আনন্দ আরও বেড়ে গেল । এই প্রথম বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের শরিক হওয়ার অবকাশ পেলাম, এই ভেবে । চৈত্রের শেষ রাতে এভাবে গানের মাধ্যমে নববর্ষ উদ্‌যাপনের রোমাঞ্চ আমাকেও পেয়ে বসল । কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে গেল আসল । রূপবান-রূপবতী দুটি ছেলেমেয়ের জুটি জনপ্রিয় গানে আসর মাতিয়ে দিল । একের পর এক গায়ক-গায়িকা মঞ্চে উঠে এলেন । শুধু তাই নয়, জনতার মধ্যে থেকে চমক দিয়ে কণ্ঠধারী শিল্পীরা গানে-গানে মায়াবী রাতকে জাগিয়ে রাখলেন । ১২টা বাজতেই সঞ্চালক নববর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই সকলে করতালিমুখর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল । এভাবে কিশোর কুমার-মহম্মদ রফি-কুমার সানু থেকে লতা-আশা-অলকা ইয়াগ্নিক প্রমুখের গানে গানে রাতের অন্ধকার কেটে গেল, ভোরের আলো ফুটে উঠতেই উঠে পড়ি । প্রথম বাস ধরে নদীয়ার তাহেরপুরে যেতে হবে । ঘুমচোখে জানলার ধারে হেলান দিয়ে ভাবতেই মনে হল সারারাত ধরে যা শুনলাম, তার মধ্যে বাঙালির বর্ষবরণ কোথায় ! এতো সব গানই হিন্দি সিনেমার, প্রকাশভঙ্গিও বাঙালিসুলভ নয় । হ্যাপি নিউ ইয়ারের বিনোদিনী পাঠের অনুকরণ-অনুসরণই তার মূলধন । সেখানে বাঙালির মনধন শুধু নিঃস্বই নয়, ব্রাত্যও বটে । সেদিক থেকে প্রয়োজনের দায় মেটানোর আয়োজনে কৃত্রিমতার আমদানি যেমন অপরিহার্য, তেমনই তাতে প্রাণের সাড়া না-মেলাই স্বাভাবিক । সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী রসিকতা করে বলেছেন, নববর্ষকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার নেই । তার আয়ু মাত্র একবছর । আসলে তার মেয়াদ মাত্র একদিন । ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে প্রতিদিনের গুরুত্বে নববর্ষও একদিনের পরেই পুরনো হয়ে যায় । সেখানে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও হ্যাপি নিউ ইয়ারের চেয়ে শুভ নববর্ষ পিছনে পড়ে গেছে । তারপরেও স্বাগত ১৪৩১ । ঐতিহাসিক নববর্ষ, পালনে এবং লালনে । স্মৃতিতর্পণ তার নৈবেদ্য, স্মৃতিকাতরতা তার প্রসাদপ্রাপ্তি । সেখানেও আমাদের জয় নিশ্চিত । আমরা যে বাঙালি, ভাবনার দারিদ্র আমাদের পেয়ে বসে না, বিজয়ী হওয়ার স্বপ্নে আমরা সবাই রাজা ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

পয়লা বৈশাখ বাংলার সেক্যুলার উৎসব

দীপক সাহা

টুকরো মিঠেল হাওয়ায় মত বাংলার আঙিনায় হাজির বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আবেগ, প্রেরণা, ভালোলাগা, ভালোবাসার পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ। শুভ নববর্ষ। ইংরেজি-হিন্দিমুখী প্রজন্মের কাছে 'বেঙ্গলি ডে '। আম-বাঙালির বছর বদলের উৎসব। বাঙালির বাঙালিত্ব জাহির করার দিন। বাঙালির কাছে এই দিনটি পুরাতন বছরের সমস্ত রিক্ততা, শূন্যতা ও তিক্ততাকে পেছনে ফেলে নতুন বছরকে আহ্বান করার অঙ্গীকার। যতই বাঙালির মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব নিয়ে নিন্দুকেরা ভ্রু কুঁচকান না কেন, পয়লা বৈশাখ আসলেই অন্তত একদিনের জন্য বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে বাঙালিয়ানায়।

বাংলা সনের জন্মবৃত্তান্ত, রাজা শশাঙ্ক না সম্রাট আকবরের আমলে, সেই তাত্ত্বিক আলোচনা না হয় অন্য অবসরে বাঙালি বৈঠকি মেজাজে করা যাবে। বরং বৈশাখের আগমনে আসুন সবাই একসাথে গলা মেলাই - এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনীতির ভেদাভেদ ভুলে বাঙালির বৃহত্তর পরিবার আজ মেতে উঠেছে বর্ষবরণ পালনে। বাংলায় সেকুলার উৎসবের বড়ো বিজ্ঞাপন পয়লা বৈশাখ। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। নববর্ষ বরণ উৎসব সেই ভিত্তিকে আরও আঁটোসাটো করে। সেইজন্য বাংলার বুকে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ইংরেজি নববর্ষ যেমন পালিত হয়, অনুরূপ বাংলা নববর্ষও সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। এটাই বাঙালিয়ানার স্বকীয়তা। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে বৃহত্তর বাঙালি এখন এক সাংস্কৃতিক জাতি।

পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালির সারা বছরের দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকে একটু মুক্তির স্বাদ। ঝোলা হাতে সকালে মাছের বাজারে অন্ত্রের কাটাপোনা কিনে বাড়ি ফিরে, বাসে-ট্রেনে বাদুড়-ঝোলা হয়ে , ডিএ-র পাওনাকড়ি নিয়ে হাপিত্যেশকে সঙ্গী করে, সুপ্রিম কোর্টের এক কলমের খোঁচায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায়কে পোস্ট মর্টেম করে, মিডিয়ায় রামভক্তির চূড়ান্ত নমুনা পেশ করতে করতে, অফিসে কর্মছেদ দিয়ে আসন্ন বিধানসভা ভোটের তর্জায় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে শুভ নববর্ষের প্রভাতি কিরণে বাঙালি সাজে আজ বাঙালি রবীন্দ্রসদন চত্বরে ভিড় করছে অন্তত একদিনের জন্য বাঙালি হতে ।

পয়লা বৈশাখী মেজাজে আজ বাংলা উৎসবমুখর। সমষ্টিগত সুন্দরের নান্দনিক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে উৎসবের মহিমা বিকশিত হয়। সেই উৎসবের শরিক হতে সকাল সকাল স্নান সেরে বাঙালি চলেছে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর বা পাড়ার কালীমন্দিরে। বাংলা টিভি চ্যানেলে বর্ষবরণ উদযাপন করতে বাঙালি সাজে সেলিব্রিটিদের আনাগোনা। নববর্ষকে ঘিরে বাঙালি পোশাক ও খাদ্যতালিকা বাঙালিয়ানা জীবনবোধের এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বর্তমানে পয়লা বৈশাখ মানেই পোশাকে-প্রচ্ছদে রঙের প্লাবন, রবীন্দ্র, নজরুল, বাউল দর্শন। নববর্ষ মানে নতুন পাঁজি, লাল মলাটের হালখাতা। যদিও হালে কম্পিউটারের অতিরিক্ত নাক গলানোতে হালখাতার হাল বেশ খারাপ। এদিকে গাজন, চড়ক, চৈত্র সংক্রান্তি পেরিয়ে দিনভর নতুন বছরের প্রথম দিন হয়ে ওঠে বাংলার সর্বজনীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-উপাচারের মিলনমেলা। শহরে বিশ্বায়নের প্রভাবে উৎসবের খোলনলচে বদলে গেছে, কিন্তু, গ্রাম বাংলায় এখনও মেঠোসুরের ছোঁয়া জীবিত।

বর্ষবরণ উদযাপন বাঙালির একান্তই নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি। বাংলার পারিবারিক তথা সমাজ-জীবনের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছে পয়লা বৈশাখ। আর এই ভাবাবেগের সাথে লেপ্টে আছে বাঙালির নস্টালজিয়া, ভালোলাগা, ভালোবাসা। সময়ের সাথে সাথে অভিরুচি, মূল্যবোধও পালটায়। কালের স্রোতে নববর্ষ পালনের পুরাতন রীতিনীতি, প্রথার জায়গা দখল করছে আধুনিক আদবকেতা। আটপৌরে লাল পাড় শাড়ি, রঙিন ধুতি পাঞ্জাবি পরে টিপিকাল বাঙালি বেশে , মিষ্টির হাঁড়ির ছবির সাথে শিরোনাম ,শুভ নববর্ষ , ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সট্রাগ্রামে ঢেউ। পয়লা বৈশাখ যথার্থই আজ বাঙালিয়ানাময়। অন্তত একদিনের জন্য আজ বাঙালি হওয়ার চেষ্টা। তাই জিন্স প্যান্টের বদলে নতুন পাঞ্জাবির ভাজ ভেঙে, কড়কড়ে মার দেওয়া রঙিন ধুতির কোঁচা অনভ্যস্ত হাতে পাঞ্জাবির পকেটে গুঁজে দিনভর বাঙালিয়ানার অভিনয় করা। উলুধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি, নাচ, গান, কবিতা, আড্ডা, ক্ষুদেদের নাটক - আজ পাড়ার ক্লাবে নীল, লাল, সবুজ, গেরুয়া সব রঙ মিলেমিশে বেনীআসহকলার এক অনন্য সুন্দর পরিবেশ। দিনভর হৈচৈ, হুল্লোড়, বাঙালি খানাপিনা, কিশোর-কিশোরীর আড়চোখে চাউনি, হাসি, আড্ডার পয়লা বৈশাখী কোলাজের ছবি।

বলতে দ্বিধা নেই পড়শি দেশ যখন পয়লা বৈশাখ দিনটিকে রীতিমত আত্মস্থ করে নিয়েছে হৃদয়ে-মননে, বৈশাখী উৎসবকে রূপ দিয়েছে একটি জাতিসত্ত্বার ' কার্নিভালে ', এ-পার বাংলায় আমরা তখন হুজুগে বাঙালিয়ানার প্রদর্শনীতে ব্যস্ত। নববর্ষ বরণে এ-পার বাংলায় কোথায় যেন এক অগোছাল দায়সারা ভাব। পয়লা বৈশাখকে আমরা অনেকে স্রেফ একটা ছুটির দিনের মেজাজেই কাটিয়ে দিই। আক্ষেপ হয়, বাঙালিরা পয়লা বৈশাখকে বেণীমাধব শীল, মদন গুপ্তের পঞ্জিকার বাইরে বের করতে পারল না। আমরা অনেকেই বলতে পারবো না আজ বাংলার কত সন। বাঙালি আজ বড়ই বাংলা-বিমুখ। বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার ঠাকুর ঘরেই ঠাঁই পায়, ড্রয়িং রুমে শোভা পায় চকচকে ইংরেজি ক্যালেন্ডার। কিন্তু মেঘঘন আকাশে এক চিলতে রোদ্দুরের মতো আম-বাঙালি মনে রাখে পয়লা বৈশাখ, ২৫ শে বৈশাখ এবং ২২ শে শ্রাবণ। এটাই ভরসার জায়গা।

ঠাকুমা -মায়ের আন্তরিকতার কড়াইয়ে স্নেহের ফোড়ন দেওয়া ব্যঞ্জনপদের হাতছানিকে উপেক্ষা করে শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে বাঙালি নতুন প্রজন্ম ভিড় জমায় সুক্তো, মোচার ঘন্ট, ডাল-চচ্চড়ি, দই-পটল কি কাঁচকলার কোপ্তার স্বাদ নিতে নামি-দামি রেঁস্তোরায়। ফিরে এসে সন্ধ্যায় পাড়ার ক্লাবের সামনে ছোট্ট জায়গায় রঙিন ককটেল পানীয় সহযোগে জমিয়ে আড্ডা। পাশে চড়াসুরে সাউন্ড বক্সে রিঅ্যালটি-শো-খ্যাত শিল্পীর বাংলা রিমিক্স গান। তারপর রাতের গভীরতায় যে যার বাড়ি। বাঙালি হয়ে ওঠার মুখোশটা পোশাকের সাথে সাথে আবার এক বছরের জন্য হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা। পরের সকালে ঘুম ভাঙলে 'একদিনের বাঙালি'র মনে হয় গত দিনটা কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। আবার মাছের বাজারে অন্ত্রের কাটাপোনা আনতে টি-শার্ট গলিয়ে ব্যস্ত রাস্তায়।

বিশ্বায়নের প্রভাবে উৎসবের মধ্যে এখন আর সেই একাত্মতা, সেই আন্তরিকতা নেই। তার পরিবর্তে আছে আড়ম্বর, জৌলুস আর কৃত্রিমতা। চতুর্দিকে বাহারি আয়োজন। ফলে উৎসবের মধ্যে সেই পূর্ণতাবোধ নেই। আবেগের থেকে আয়োজনের প্রাধান্য বেশি। পয়লা বৈশাখ বাঙালি উপভোগের চেয়ে ভোগ করি বেশি। পয়লা বৈশাখ নিয়ে বাঙালির হঠাৎ একদিন হ্যাংলাপনা বছরের বাকি দিনগুলোকে কেমন যেন হতশ্রী করে তোলে। উৎসবের চাকচিক্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু, মন ছুঁতে পারে না। 'একদিনের বাঙালিয়ানা ' রোজনামচায় পরিণত করতে না পারলে পয়লা বৈশাখ উদযাপনের সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাবে না। পয়লা বৈশাখ হোক বাঙালির অহঙ্কার। বাঙালির প্রকৃত জাতীয় উৎসব। এক আঁচলা খুশি আর একমুঠো হাসিতে ভরে উঠুক বাঙালির এ-বারের পয়লা বৈশাখ।

আনন্দকথা

বিচাপর করতে গেলে, এ-সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

''কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি' — এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।

''তাই ব্রহ্ম আর শক্ত অভেদ। এককে মানলেই আর-একটিকে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; — অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

''দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

''তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া হনুমান জয়ন্তী পালন আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হনুমান জয়ন্তী পালন হল হুগলি জেলায়। এদিন হুগলি জেলার আরামবাগ শহরের গৌরহাটি মোড়ের ২৪ নম্বর রোডের পাশের হনুমান মন্দিরে বিশেষ পুজোপাঠ হয়। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আরামবাগের ২৪ নং রোড সংলগ্ন বজরঙ্গবলীর মন্দিরে পুজোর্চনা শুরু হয় সকাল থেকেই। শনিবার সকালে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ এদিনের পুজো পাঠে সামিল হন। ২০১৯ সালে এই মন্দিরের উদ্বোধন হয়। তারপর থেকেই প্রতি বছর এইদিনে মন্দিরে পুজোপাঠ হয়। এদিন এই পুজো উপলক্ষ্যে চন্ডী পাঠ, রামায়ণ পাঠ সহ বেশ কিছু কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এদিন দুপুরে প্রায় তিন হাজার ভক্তকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শুধু তাই নয় রবিবার পুজো উপলক্ষ্যে কীর্তনেরও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সকাল থেকেই পুজো উপলক্ষ্যে সকলের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হন মহিলারা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে। প্রসঙ্গত, পবনপুত্র হনুমান এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বজরংবলীর পূজা করা হয় বেশ কিছু নিয়ম-নীতি মেনে। তবে শাস্ত্র মতে হনুমান জয়ন্তীর দিনে কোনও ভুল কাজ কখনোই করা উচিত নয়। ফলে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন সমস্যা। প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হনুমান জয়তী পালিত হয় সারা দেশ জুড়ে। চৈত্র পূর্ণিমার দিনে পবন পুত্র হনুমানের জন্ম হয়েছিল। সেই জন্য এই দিনটিকে হনুমান জয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। আরামবাগে যে কয়টি বজরংবলীর মন্দির আছে সেখানেই পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ছিল। হনুমান জয়ন্তী প্রসঙ্গে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, এলাকার মানুষের মঙ্গলকামনায় হনুমান জয়ন্তী পালন করা হল। পবন পুত্রের কাছে একটাই প্রার্থনা সকলে ভালো থাকুন। সবমিলিয়ে এদিন হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই ভক্তদের উন্মাদনা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

ভূতের ভয় থেকে আত্মহত্যা

কলমিস্ত্রির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শোবার ঘর থেকে এক কল মিস্ত্রির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, মাঝেমধ্যেই বাড়ির গৃহকর্তা নাকি ভূতের ভয় করতেন। সবসময় বলতেন তাকে নাকি অশুভ আত্মা ডাকছে। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু আচমকাই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন ওই ব্যক্তি। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিমল দাস কলোনী এলাকায়। পরিবারের একমাত্র রোজগারে গৃহকর্তাকে হারিয়ে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী সহ আত্মীয়-স্বজনেরা। এই ঘটনার পর পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বিশু বিশ্বাস (৩৩)। তিনি পেশায় কল মিস্ত্রি ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের পানীয় জলের পাইপ লাইন ও কল মেরামতির কাজ করতেন ওই ব্যক্তি। পরিবারে স্ত্রী মালা বিশ্বাস এবং পাঁচ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে স্ত্রীকে মুদিখানার দোকান থেকে মুড়ি আনতে বলেই শোবার ঘরে সিলিং-এর সঙ্গে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই ব্যক্তি।

মৃত ব্যক্তির এক বোন রিঙ্কি চৌধুরী জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই দাদা বিশু বিশ্বাস ভূতের ভয়ের কথা বলতেন। ঘুমের ঘরেও স্বপ্নে নাকি তাকে অশুভ আত্মা ডাকতো, এরকমই কথা মাঝেমধ্যেই দাদার মুখ থেকে শোনা যেত। যদিও বিশুর কোনওরকম অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি। প্রতিদিনের মতোই কাজে যেত। বাজার হাট করার পাশাপাশি সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম নিজেই করতেন। এদিন সকালেই হঠাৎ করেই এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে। কোনও একটা ভয় থেকেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের অনুমান।

মৃতের শাশুড়ি পুষ্পা হালদার জানিয়েছেন, জামাইয়ের কোনও খারাপ নেশা ছিল না। সকলের সঙ্গে ভালোভাবেই মেলামেশা করতেন। বাড়িতেও কোনওদিন অশান্তি করেনি। তারপরও এমন ঘটনা ঘটল। কিন্তু সব সময় ভূতের ভয়ের কথা আমরা জামাই মুখ থেকে শুনতে পেতাম। তারপরে এদিন সে আত্মঘাতী হয়েছে। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে কুসংস্কার জড়িয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন মালদা বিজ্ঞান মঞ্চ কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদক সুনীল দাস জানিয়েছেন, ভূত বলে কিছু হয় না। এগুলো কুসংস্কার। ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। চিকিৎসা করালে হয়তো এরকম অঘটন নাও ঘটতে পারত। মালদার মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ এম মাহাতো জানিয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দেখা যায় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও অনেক সময় অসংলগ্ন আচরণ করছে। নার্ভ অথবা ঘুমের সমস্যা থেকেও এক ধরনের মানসিক অসুখ দেখা যায়। সঠিক সময় চিকিৎসা করলে এর প্রতিকার মিলে। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাইক র‍্যালির মাধ্যমে গোপীবল্লভপুরে আয়োজিত হনুমান জয়ন্তী

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

রামনবমীর পর এবার হনুমান জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তায় নেমে ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে গোপীবল্লভপুর রামনবমী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বাইক র‍্যালির মাধ্যমে আয়োজিত হল হনুমান জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। বাইক র‍্যালির মাধ্যমে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার ছাতিনাশোল থেকে শুরু করে গোপীবল্লভপুর হয়ে গোপীবল্লভপুর চেকপোস্টে শেষ হয়। এদিন প্রচুর মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ডিজে বাজিয়ে হনুমান জয়ন্তীতে মেতে ওঠেন আট থেকে আশি সকলেই। এছাড়াও হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে হনুমানজির পতাকা উত্তোলন ও গোপীবল্লভপুর এলাকায় থাকা হনুমান মন্দিরগুলিতে পুজো দিলেন সংগঠনের সদস্যরা। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর রামনবমী উদযাপন কমিটির সম্পাদক সুমন্ত মহান্তি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাই শনিবার উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোপীবল্লভপুরে পালন করা হয় হনুমান জয়ন্তী উৎসব। এছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক সংগঠনের উদ্যোগে উদযাপন করা হল হনুমান জয়ন্তী।

লজ থেকে উদ্ধার রেল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: একটি লজ থেকে উদ্ধার রেল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য। বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে। তিনি পেশায় একজন রেল কর্মী ছিলেন এবং বালুরঘাট রেলস্টেশনে চাকরি করতেন। শুক্রবার রাতে তিনি বালুরঘাট শহরের ওই বেসরকারি লজে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। এদিন সকালে লজ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অনেকবার ডাকাডাকি করার পরও তাঁর কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়া গেলে হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে হোটেলের ম্যানেজার অশোক সিদ্ধান্ত জানান, 'ওই ব্যক্তি নিজেকে রেলকর্মী বলে পরিচয় দেন এবং রাতে দুটোর সময় আমাকে ডেকে দিতে বলেন। দুটোর সময় ডেকে দিলে উনি বলেন সকাল ন'টায় উনি হোটেল ছাড়বেন। কিন্তু সকাল ন'টার পরেও যখন উনি ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন না, তখন আমরা বারবার ডাকাডাকি করি কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। এরপর থানায় খবর দিয়েছিলাম। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। কি কারনে তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তা আমাদের জানা নেই।' অন্যদিকে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি ফসলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনা দু নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর পঞ্চায়েতের হুড়হুড়িয়া, কামারখালি, গড়গড়ি এলাকায় ধান, বাদাম সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে হাতির দল। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি, শুক্রবার রাতে বাঁকুড়ার দিক থেকে গড়বেতা হয়ে চন্দ্রকোনার হুড়হুড়িয়া ও কামারখারি জঙ্গলে প্রবেশ করেছে ৪০-৫০ টি হাতির একটি দল। হাতির পাল আসার সময় মাঠের ধান, বাদাম তিল চাষে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। ফলে দুঃশ্চিন্তায় রয়েছে ওই সমস্ত এলাকার কৃষকেরা। কৃষকরা জানান, হাতির পাল তাদের এলাকার জঙ্গলেই রয়েছে। শনিবার বিকেলে থেকে আবার ফসলের ক্ষতি করবে। এলাকার কৃষকেরা চাইছেন হাতিগুলিকে বনদপ্তর অন্যত্র নিয়ে যাক। সাধারণত শীতের মরসুমে চন্দ্রকোনার এই সমস্ত জঙ্গলে হাতির আনাগোনা থাকে। এই সময় আগে কখনও আসেনি। শুক্রবার রাতে হঠাৎ হাতির পাল ঢুকে পড়ায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় গ্রামে গ্রামে শিবের গাজন চলছে। এই সমস্ত এলাকার গ্রামের মানুষ এই জঙ্গল লাগোয়া রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন। ফলে যেকোনো সময় প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে পারে। বনদপ্তর দ্রুত হাতির পাল অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করুক। যে এলাকা দিয়ে হাতির পাল গিয়েছে সেইসমস্ত এলাকার ফসল মাড়িয়ে নষ্ট করেছে। সকালে হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনাজুর মোল্লা। চাষের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন এবং বনদপ্তরে লিখিত আবেদন জানিয়ে কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন বলে কৃষকদের আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি হাতির পালকে এলাকা থেকে যাতে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সে বিষয়েও বনদপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

রাজ্যে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা চলছে: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: রাজ্যে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। এই বিভাজনের বীজ পুঁতলে আগামীদিনে ভারতের সর্বভৌমত্ব ও সংহতি নষ্ট হবে। শনিবার মধ্যমগ্রাম পুরসভা ৪ নম্বর ওয়ার্ডে হনুমানজির সংকটমোচন মন্দিরের উদ্বোধনে এসে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এমনই মন্তব্য করেন। এদিন খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রাম পুরসভা পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুরমাতা সোমা রায় সহ অন্যান্যরা।

খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই মুহূর্তে রাজ্য সংকটে রয়েছে। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে চলছে পশ্চিমবাংলা। বিভিন্ন রকম সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

এদিন হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মধ্যমগ্রাম পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা মমতা রায়ের উদ্যোগে সংকট মোচন মন্দিরের দারোদ্ঘাটন হয়। সুদৃশ্য মন্দিরে হনুমানজির পূজোর বিপুল আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই যাগযজ্ঞ, বেদপাঠ, শঙ্খের শব্দে মন্দিরে স্বর্গীয় পবিত্রতা দেখা যায়। উদ্বোধনে এসে মন্ত্রী রথীন ঘোষ শান্তি কামনা করলেন সমস্ত মানুষের জন্য। রাজ্য সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত হোক। এমনই প্রার্থনা করলেন তিনি। মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ সংকটমোচন মন্দির নির্মাণের জন্য চার নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সোমা রায়ের ভূয়ষী প্রশংসা করলেন।

PUBLIC NOTICE

FORM NO. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of a public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Eastern Region

In the matter of Companies Act, 2013, section of Companies Act, 2013 and rule 41 of the companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of BADHAN MICRO SERVICE FOUNDATION having its registered office at C/O SAGAR MAHAJAN, VILL & PO - MADIAHAT, NORTH 24 PARGANAS, MADIAHAT, Parganas North, West Bengal, India, 743262

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Regional Director under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at an Extraordinary General Meeting held on 18TH February, 2025 to enable the company to give effect to such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by proposed change/ status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Nizam Palace, 2nd MSO Building, 3rd Floor, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal within 14 days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

C/O SAGAR MAHAJAN, VILL & PO - MADIAHAT, NORTH 24 PARGANAS, MADIAHAT, Parganas North, West Bengal, India, 743262

FOR BADHAN MICRO SERVICE FOUNDATION

Sd/- [ARJUN KUMAR MAHAJAN]

[DIRECTOR]

PLACE: WEST BENGAL [09803271]

PUBLIC NOTICE

FORM NO. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of a public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Eastern Region

In the matter of Companies Act, 2013, section of Companies Act, 2013 and rule 41 of the companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of SRMG SERVICE FOUNDATION having its registered office at C/O PARESH CHANDRA BISWAS, VILL. CHILAHHALI, PO. KARUIGACHI, Tehatta, Nadia-741163, West Bengal

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Regional Director under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at an Extraordinary General Meeting held on 3RD March, 2025 to enable the company to give effect to such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by proposed change/ status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Nizam Palace, 2nd MSO Building, 3rd Floor, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal within 14 days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

C/O PARESH CHANDRA BISWAS, VILL. CHILAHHALI, PO. KARUIGACHI, Tehatta, Nadia-741163, West Bengal

FOR SRMG SERVICE FOUNDATION

Sd/-

[MADAN BASFORE]

[DIRECTOR]

PLACE: WEST BENGAL [10055354]

লরির চালককে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার মার্কেটিং বিভাগের চার কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: টাকা না দেওয়াতে পণ্যবাহী লরির চালককে মারধরের অভিযোগে মার্কেটিং বিভাগের চারজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা থানার অম্বিকা নগরে। শনিবার ধৃতদের বারাসত আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে দেগঙ্গা থানার দেগঙ্গা বাজারে মার্কেটিং অফিসের সামনে মার্কেটিং বিভাগের বেশ কিছু কর্মী গাড়ি থামিয়ে লেভি আদায় করছিল। সে সময় ঘোজাডাঙা সীমান্তগামী আদা বোঝাই লরি টাকি রোড ধরে যাচ্ছিল। দেগঙ্গা বাজারে মার্কেটিং অফিসের সামনে আদা বোঝায় লরিকে থামাতে বলে মার্কেটিংয়ের কর্মীরা। কিন্তু লরিটি না থামিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ। এ সময় মার্কেটিং এর কর্মীরা লরিটিকে ধাওয়া করে অম্বিকানগরে গিয়ে ধরে ফেলে। অভিযোগ লরির চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে মার্কেটিং বিভাগের চার কর্মী। চালকের কপালে আঘাত লেগেছে। এরপরে ওই চালক আদা বোঝায় গাড়িটি টাকি রোডের আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়। এর ফলে দু'দিকেই গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনা চলে যায় দেগঙ্গা থানার পুলিশ। লরির চালককে মারধরের অভিযোগে পুলিশ মার্কেটিং বিভাগের চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে সারপ্রাইজ ভিজিট জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ডেঙ্গি প্রতিরোধে পঞ্চায়েত এলাকায় কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে সরকারি ছুটির দিনেও সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক শরদকুমার দ্বিবেদি। এদিন বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের দত্তপুকুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের কালাচাঁদপাড়া এবং বিধানপল্লি এলাকা পরিদর্শন করেন। ডেঙ্গি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপরেই জোর দিয়েছেন জেলা শাসক। এর পাশাপাশি এদিন তিনি দত্তপুকুর ২ পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জমিও পরিদর্শন করেন।

সামনেই বর্ষাকাল, বর্ষার সময় ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ডেঙ্গিপ্রবণ জেলা হিসেবেই পরিচিত। তাই, বর্ষা শুরু হওয়ার আগে মূলত পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গি প্রতিরোধে কিরকম কাজকর্ম চলছে, বাড়ি বাড়ি সার্ভের কাজ হচ্ছে কিনা, সচেতনতা মূলক প্রচার করা হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে এদিনের পরিদর্শন। পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে ডেঙ্গি মোকাবিলা নিয়ে কথা বলেন তিনি। ডেঙ্গি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন জেলা শাসক।

বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট প্রত্যাহার করল ভারত সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট প্রত্যাহার, ভারত সরকারের প্রায় ৩০ শতাংশ কাজ হারাল পেট্রাপোল বন্দর। ২০২০ সালে বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট দিয়ে ছিল ভারত সরকার। যার ফলে উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল বন্দরে শ্রমিকদের কাজ বেড়িছিল। ৮ এপ্রিল একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেই ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দেয় ভারত। যার ফলে পেট্রাপোল বন্দরের বহু শ্রমিকের কাজে কমে গিয়েছে। পেট্রাপোল সূত্রের খবর ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেশিরভাগ গার্মেন্টেসের ব্যবসা করে থাকত আর সেটা বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতের গার্মেন্টস ব্যবসার সুবিধা হতে পারে। পেট্রাপোল বন্দরের ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, পেট্রাপোল বন্দরে বাংলাদেশের সঙ্গে যে সমস্ত কাজ হয় তার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কাজ হত ট্রান্সশিপমেন্টের। যার ফলে বহু গাড়ি এবং শ্রমিকেরা লাভবান হতেন। কিন্তু সরকার ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করায় সরকারের কোন ক্ষতি না হলেও এখানকার গাড়ি এবং শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তার দাবি, বন্দরে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কাজ হারাল। একই সঙ্গে তিনি জানান, ভারত সরকারের নির্দেশ আমাদের মানতে হবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ১০২ ধারা অধীনে)

শ্রীমতি শ্রদ্ধা ধনধানিয়া, বালি এক্সপোর্টস লি.-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রীমতি শ্রদ্ধা ধনধানিয়া**
২.	আবেদনের অনুমোদন সম্পর্কিত বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ অর্ডার তারিখ ০৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী ব্যক্তিগত জামিনদাতা সম্পর্কিত ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া অনুমোদন সিপি (আইবি) নং - ২০৩/কেবি/২০২৪ অনুযায়ী অবগতকরণ (যা আরপি কর্তৃক ১২.০৪.২০২৫ তারিখে গৃহীত হয়েছে)
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০৬.০২.২০২৫
৪.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের সম্ভাব্য তারিখ	০৫.০৮.২০২৫
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মহেশ চাঁদ গুপ্তা রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304 এএফএ নং - AA1/12304/02/311225/107665 বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	রেজি. ঠিকানা - এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর ৩ ২য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৬ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৭.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল স্যুট নং ১, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০৫.০৫.২০২৫
৯.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) **Weblink:https://www.ibbi.gov.in/downloadforms** **mcgupta90@gmail.com** ইমেল পাঠিয়েও পাওয়া যাবে খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে শ্রীমতি শ্রদ্ধা ধনধানিয়া, বালি এক্সপোর্টস লি.-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০৬.০২.২০২৫।

শ্রীমতি শ্রদ্ধা ধনধানিয়া-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৫.০৫.২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা ক্যুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল-এর পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
শ্রীমতি শ্রদ্ধা ধনধানিয়া, বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড-সিডি-
ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304
এএফএ নং : AA1/12304/02/311225/107665 বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ১৩.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা

দীপালি এবং সৌমিত্র খাঁ তৃণমূলে থাকাকালীন চাকরির নামে টাকা তুলেছেন, দাবি তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন সোনামুখীর তৃণমূল নেতা সোমনাথ মুখার্জি, সোনামুখীর প্রাক্তন বিধায়ক দীপালি সাহা এবং সৌমিত্র খাঁ তৃণমূলে থাকাকালীন চাকরির নামে টাকা তুলেছেন বলে দাবি করেন তিনি, সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি ২৬ ভোটে দাঁড়ালে মা-বোনেরা বটি কাটারি নিয়ে আপনাকে তেড়ে যাবে বলেও ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন ওই তৃণমূল নেতা, পালটা কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এ রাজ্যে প্রায় ২৬০০০ চাকরি বাতিল হয়েছে। যা নিয়ে এই মুহূর্তে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। দিকে দিকে চলছে প্রতিবাদ। চাকরি বাতিল নিয়ে বিরোধীরা শাসকদলকেই দায়ী করছেন আবার শাসকদল এর মধ্যে বিজেপি ও সিপিএমের চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন।

এ রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে বিজেপি ও সিপিএমের চক্রান্তে এই অভিযোগ তুলে সোনামুখী ব্লক যুব তৃণমূল ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে সোনামুখীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সোনামুখী শহরে এই বিক্ষোভ মিছিল সোনামুখীর চৌমাথায় উপস্থিত হয়ে সেখানে বেশ কিছু সময় ধরে রাস্তা অবরোধ করে এবং উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখেন।

সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির সভাপতি তথা সোনামুখী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জি প্রকাশ্যে চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে তা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, 'দিবাকরবাবু, সৌমিত্রবাবু কান খুলে শুনে রাখুন আমরাও বলছি চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে। তৎকালীন টাইমে সোনামুখীতে চাকরিগুলিতে দুর্নীতি কে করেছে? দীপালি সাহা, আজকে দীপালি সাহা বিজেপিতে, দীপালি সাহার বাড়িতে গিয়ে জবাব চান যে চাকরিগুলো কাদের দিয়েছে।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'সৌমিত্র খাঁ আপনি কত টাকা তুলে নিয়ে গেছেন সোনামুখী থেকে চাকরির নামে? কত ছেলের নামে তৃণমূলের সংসদ থাকাকালীন চাকরির নামে মিথ্যাচার করে পয়সা নিয়ে গেছেন? একবার প্রেস মিট করে সেই ছেলেগুলোকে বসাব নাকি, যে চাকরির নামে পয়সা তৃণমূলের নেতারা নিয়েছে নাকি বিজেপির সৌমিত্র খাঁ নিয়েছে।' পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার বক্তব্যে অনড় থাকেন সোমনাথ মুখার্জি।

গত বৃহস্পতিবার সোনামুখীতে থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি সংবিধান মেনে বাড়িতে অস্ত্র রাখার নিদান দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সোমনাথ মুখার্জি বিধায়ককে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দিবাকরবাবু অস্ত্র প্রত্যেকটা মা-বোন রেডি করে রেখেছে। গত চার বছরে সোনামুখীর কোনও উন্নয়ন করেননি আপনাকে দেখা যায়নি, ২৬ আপনি ভোটে দাঁড়ালে মা-বোনেরা বটি কাটারি নিয়ে আপনাকে তেড়ে যাবে, অস্ত্রের মর্মটা সেদিন মা-বোনেরা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

আর এই নিয়ে শাসক দল তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি নেতৃত্ব। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি জানান, আপনারাও তৈরি থাকুন ২৬ সালের রেজাল্ট বেরবে আপনারাও বুঝতে পারবেন ঝাঁটা বটি কাদের দিকে যাচ্ছে। সৌমিত্র খাঁ যদি তৃণমূলে থাকাকালীন টাকা তুলে থাকেন তা হলে আপনাদের পুলিশ প্রশাসন রয়েছে আপনারা কেস করেননি কেন, আপনারা ধরেননি কেন সৌমিত্র খাঁকে, আপনারা পারবেন না। সৌমিত্র খাঁ চুরি করবেন না বলে বিজেপি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

চাকরি বাতিলে সিপিএমকে বাংলা ছাড়া করার হুংকার তৃণমূল সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২৬ হাজার চাকরি বাতিল ইস্যুতে সিপিএমকে কড়া ভাষায় আক্রমণ তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর।

শুক্রবার সন্ধেবেলায় বাঁকুড়ার মাচানতলায় চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে তৃণমূলের জনসমাবেশের মঞ্চ থেকে সিপিএমের শিক্ষকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন,*ডিআই অফিসে সিপিএমের শিক্ষকরা বিশৃঙ্খলা করে বাংলায় অশান্তির সৃষ্টি করে, কান খুলে শুনে রাখুন একদিনে তৃণমূল আপনাদের বাংলা ছাড়া করে দেবে। বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল সাংসদের হুংকার, কোন কোন জায়গায় হেডমাস্টাররা এই শিক্ষকদের স্কুলে জয়েন করতে দিচ্ছেন না কোন স্কুলের হেডমাস্টার এটা করছে তার নাম নথিভুক্ত করুন আমাদের তালিকা পাঠান।'

পাশাপাশি চাকরিহারাদের উদ্দেশে তৃণমূল সাংসদের সতর্কবাণী, সিপিএম বিজেপির কথায় আপনারা নাচবেন না, ওরা আপানদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন। বাঁকুড়া জেলায় ১০০৪ জন চাকরিহারাদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল সাংসদের আবেদন আপনারা কাজে যোগ দিন, আপনাদের বরখাস্ত করা হয়নি, কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। সিপিএম বিজেপির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে আপনারা গন্ডগোলে জড়াতে যাবেন না। এদেরকে বিশ্বাস করবেন না। শুক্রবার বাঁকুড়ার মাচানতলায় দলীয় কর্মসূচির মঞ্চ থেকে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে প্রকাশ্যে চাকরি বাতিল ইস্যুতে এইভাবেই সিপিএম ও বিজেপিকে আক্রমণ করেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। চাকরিহারাদের পাশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন এই কথা বোঝাতে চেয়েছেনও তৃণমূল সাংসদ।* চাকরি হারাদের স্কুলে যোগদান করতে না দেওয়া প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশে নিজের বক্তব্যে আর একধাপ উঠে*সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'যে সকল প্রধান শিক্ষকরা সিপিএম ও বিজেপির চামচাগিরি করে যদি চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে জয়েন করতে না দেন তা হলে সেই প্রধান শিক্ষককে সেই স্কুলে আর শিক্ষকতাও করতে দেব না।'

তৃণমূল সাংসদের বাংলা ছাড়াকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা অভয় মুখার্জি পালটা দাবি, বাংলায় একের পর এক ঘটনা আর এই শিক্ষকদের যেভাবে কাজ হারা হতে হল তাতে বাংলার মানুষ এখন শুধু অপেক্ষায় আছে তৃণমূলকে বাংলা ছাড়া করার জন্য। উনি সেদিকে একটু ধ্যান দিক। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি প্রসেনজিত চ্যাটার্জি বলেন, হাজার হাজার মানুষের চাকরি খেয়ে তৃণমূল এখন সাধু সাজছে আসলে কথায় আছে চোরের মায়ের বড় গলা সেই অবস্থা এখন তৃণমূলের।

দোকানে চুরি মহিলার, সিসিটিভিতে ছবি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জে দিনদুপুরে দোকানে চুরি, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল মহিলার কাণ্ড, রানিগঞ্জ থানা এলাকার বার্নস প্লটে শুক্রবার দুপুরে এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়েছে।

জানা গিয়েছে, স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জয় খেতানের দোকানে দুপুরে একজন মহিলা একটি ছোট শিশুকে নিয়ে প্রবেশ করেন। সেই সময় সঞ্জয় খেতান দুপুরের খাবারের জন্য বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে মহিলা দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস নিয়ে পালিয়ে যান। এখনও পর্যন্ত চুরির সঠিক পরিমাণ বা জিনিসপত্রের বিবরণ স্পষ্ট হয়নি। ঘটনার পর থেকে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। পুলিশের তৎপরতা নিয়েও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে মহিলার পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকার এবং দোকানে সিসিটিভি ও অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ দিয়েছে। এই ঘটনা এলাকায় ক্রমবর্ধমান অপরাধের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগকে আরও গভীর করেছে।

জনবহুল রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পেট্রোল পাম্পের লক্ষাধিক টাকা লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের জিটি রোড সংলগ্ন রামবন্ধু তলাও এর কাছে এসবি গড়াই রোডে পেট্রোল পাম্পে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা লুঠ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে।

পেট্রোল পাম্পের মালিকদের মধ্যে অমিত রায় জানান, পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ওই পাম্পেরই অফিসে ম্যানেজার যখন হিসাব নিকাশ শেষ করে ব্যাগে টাকা নিয়ে অফিস বন্ধ করার তোড়জোড় করছিলেন তখনই তিন দুষ্কৃতী পাম্পে হামলা চালাই। দুই দুষ্কৃতী অফিসে ঢুকে ম্যানেজারকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। তিন দুষ্কৃতীর মধ্যে একজন বাইক নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল বাকি দুই দুষ্কৃতীর মধ্যে একজন মুখে কালো রুমাল বেঁধে এবং অপরজন খালি মুখে প্রবেশ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে আসে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। পাম্পের সিসিটিভি ফুটেজে দুষ্কৃতীর ছবি নজরে আসে। পুলিশ সেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই পাম্পে বছর কয়েক আগে একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। এই সময় পাম্প কর্মীকে মারধোর করে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। জনবহুল গড়াই রোডের ওপর একই পেট্রোল পাম্পে একাধিকবার এই ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ট্রেনে মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলতে গিয়ে সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কায় আহত যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ট্রেনের গেট থেকে মুখ বের করে থুতু ফেলতে গিয়ে সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে সাংঘাতিক আহত হন এক যাত্রী। রেলের সমস্ত রকম বাধা নিষেধকে হাওয়ায় উড়িয়ে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যাত্রী। রীতিমতো ট্রেনের ভিতরে ছিটকে পড়েন। মাথা ফেটে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আহত যাত্রীর সহায়তায় এগিয়ে আসেন এক তরুণ।

জানা গিয়েছে, আহত যাত্রীর নাম সেজাবুর রহমান (১৮) মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার মহুরুল অনন্তপুরে বাড়ি। তিন দিন আগে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আসেন কাজের সূত্রে। এক পরিচিতর সঙ্গে বীরশিবপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন তিনি। ভালো লাগছে না বলে শুক্রবার ফিরছিলেন বাড়ি। হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলগামী মাতৃভূমি লোকালে উঠেছিলেন। ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া লোকাল ধরে কাটোয়া যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে খাগড়াঘাট হয়ে বাড়ি পৌঁছনোর কথা ছিল সেজাবুরের। কিন্তু, মানকুন্ডু থেকে চন্দননগর ঢোকার আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তরুণ যাত্রী চোখের সামনে এরকম দুর্ঘটনা দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর এক বন্ধুকেও ফোন করে ডাকেন। তারপর চন্দননগর স্টেশন থেকে টোটো করে আহত এই যাত্রীকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত ওই যাত্রীকে কয়েকজন সহযাত্রীর সাহায্যে চন্দননগর স্টেশনে নামান সায়ন্তন সরকার। তিনি ওই ট্রেনেরই এক যাত্রী। সায়ন্তন ওই ট্রেনেই উত্তরপাড়া থেকে চুঁচুড়ায় নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। আহত যাত্রীর মাথায় সাতটি সেলাই পড়ে। তার কাছে থাকা মোবাইল নিয়ে বাড়িতে খবরও দেন সায়ন্তন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন চন্দননগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বলে জানা গিয়েছে। সায়ন্তন বলেন,'আমরা ট্রেনের ভেতরে দাঁড়িয়েছিলাম। গেটের বাইরে মুখ বাড়িয়ে ওই যাত্রী থুথু ফেলতে যায়। হঠাৎ করে একটা শব্দ হল ছিটকে ট্রেনের ভেতরেই পড়ে গেল সে। পা দুটো বাইরে ছিল আমরা তাকে টেনে ভেতরে ঢোকালাম। আটটা নাগাদ চন্দননগর স্টেশনে ঢুকছিল ট্রেনটি। কয়েকজন যাত্রীর সাহায্যে তাকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাড়িতেও খবর দিই। রাজমিস্ত্রির কাজে কলকাতা এসেছিল। এদিন বাড়ি ফিরছিল।' হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত ওই যাত্রীর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

স্কুলেই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শিক্ষাঙ্গনে শ্লীলতাহানির গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান শহরের তেজগঞ্জ হাই স্কুলে। শুক্রবার ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিদ্যালয়েরই এক শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, ওই স্কুলের শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাস গত তিন-চার মাস ধরে ওই ছাত্রীকে একাধিকবার শ্লীলতাহানি করেছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রীটি ঘটনার কথা বাড়িতে জানালে তাকে ভয় দেখানো হয় এবং মারধরের হুমকিও দেওয়া হয়। শেষমেশ বৃহস্পতিবার রাতে সে পরিবারের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলে। এরপর শুক্রবার স্কুলে ছুটে আসেন ছাত্রীটির অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অভিযুক্ত শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ স্কুলে পৌঁছে এদিন বিকেলে অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাসকে আটক করে।

ঘটনার পর ছাত্রীর পরিবার বর্ধমান সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্কুল চত্বরে এমন ঘটনা সামনে আসায় স্থানীয় মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।শনিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ অভিযান রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শনিবার অন্ডালের উখড়া গুলজারবাগ এলাকায় রেললাইন সংলগ্ন রেলের জায়গা জবরদখল ারীদের উচ্ছেদ অভিযান রেলের। এদিন রেলের জায়গা যেমন দখলকারী বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেঙে ফেলা হল বুলডোজার দিয়ে। এই দিনের রেলের এই অভিযানে ছিল রেলের প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী।

এ বিষয়ে রেলের এক আধিকারিক জানান বহুদিন আগেই রেলের জায়গা জবরদখল কারীদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এলাকা থেকে সরে যেতে, কিন্তু তারা সেটা না করাই আজ বাধ্য হয়েই রেলকে উচ্ছেদ অভিযানে নামতে হয়েছে। এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ান উখড়া পঞ্চায়েত। তৃণমূল নেতা রাজ মুখার্জি জানান, এর আগেও রেল উচ্ছেদ অভিযানে এসেছিল সেবার রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার রেলের জায়গায় অবস্থিত প্রায় দশটি বাড়ি ভাঙার কথাবার্তা হয়।

তিনি জানান, যে সকল গরিব মানুষের বাড়ি এদিন ভাঙা গেল ইসিএল আধিকারিকদের কাছে আবেদন করে তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলবে। এদিকে উচ্ছেদ অভিযানে বাড়ি হারিয়ে এক মহিলা জানান, বহুদিন ধরেই তারা এই এলাকায় বাস করছেন এদিন এভাবেই তাদের বাড়ি ভাঙা গেল এখন নিরুপায় কোথায় থাকবেন জিনিসপত্র ও সংসার নিয়ে সেটাই ভাবাচ্ছে তাদের।

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ, মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের নতুনগ্রাম মোড়ে বিশাল জমায়েত করে বিক্ষোভে সামিল হলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এদিন সকালে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের পুনিশোল গ্রাম থেকে কয়েক হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবীতে ধিক্কার মিছিল শুরু করেন। মিছিল নতুনগ্রাম মোড়ে পৌঁছলে সেখানে জমায়েত করে বিক্ষোভ শুরু করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওয়াকফ মুসলিমদের দানের সম্পত্তি। ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে সেই সম্পত্তি থেকে এবার মুসলিমদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের সরকার। অবিলম্বে এই ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আঁচলে কর্মসূচি পালিত তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অঞ্চলে আঁচলে কর্মসূচি পালিত হল। শনিবার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহিলাদের নিয়ে কালনার দু' নম্বর ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গার কোন ব্যাংক বাজারে অঞ্চলে আঁচল সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে সিপিআইএম বিজেপির যে অপপ্রচার। সেই অপপ্রচারের কান না দেওয়ার জন্য এবং প্ররোচনায় পা না দেওয়ার জন্য আবেদন করেন মহিলাদের উদ্দেশ্যে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের যে চাকরি গেল। তা সিপিএম এবং বিজেপির জন্য, সেই বিষয়েও সভা থেকে অভিযোগ তোলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা এবং ব্লক নেতৃত্বরা।

এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী আরতি হালদার নীলিমা কস্টা, সোমবারই মুরমু হাজরা, আরতি খা, পূর্ণিমা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এসসি, এসটি সেলের সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা দেবু টুডু, কালনা দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সমাজসেবক প্রণব রায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক নেতৃত্ব এবং অসংখ্য কর্মীবৃন্দরা।

ইতিহাস সবুজমেরুনের, ফের ভারতসেরা মোহনবাগান, যুবভারতী যেন মোহনভারতী

ম্যাকলারেনের ম্যাজিকে অতিরিক্ত সময়ে মোহনবাগানের ‘দ্বিমুকুট’

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইতিহাস। আবার ভারতসেরা। শনিবারের যুবভারতী হয়ে উঠল মোহনভারতী। দ্বিমুকুট সবুজ মেরুনের। এক গোলে পিছিয়ে থেকে অতিরিক্ত সময়ে ২-১ গোলে জয় মোহনবাগানের। ওঠে। ১২০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে যুবভারতীতে বেঙ্গালুরু এফসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ের উচ্ছ্বাসে ভাসল ৬০ হাজারের স্টেডিয়াম। ঠিক দু’বছর আগের পুনরাবৃত্তি মনে হয়েছিল। গোয়ার মতো ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। নব্বই মিনিটে ১-১ গোলে ড্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত টাইব্রেকার পর্যন্ত গড়ায়নি। এই বয়সেও পুরো ১২০ মিনিট খেলেন সুনীল ছেত্রী। ২০২০-২১ মরশুমে ফাইনালে মুম্বই সিটির কাছে হেরে রানার্স হয় মোহনবাগান। পরের বছর হায়দরাবাদের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায়। ২০২২-২৩ মরশুমে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন। গতবছর লিগ শিল্ড জিতলেও ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হার। এবছর লিগ শিল্ড জেতার পর এল দ্বিমুকুট। জোড়া আইএসএল জয়ে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে ছুঁয়ে ফেললেন হোসে মোলিনা। আইএসএলের মেগা ফাইনালে ছিল টানটান উত্তেজনা। মোহনবাগান বনাম বেঙ্গালউরুর লড়াইয়ে পরতে পরতে রোমাঞ্চ। সামনে একা ম্যাকলারেনকে রেখে ৪-২-৩-১

লিগ শিল্ড জয়ের পর আইএসএল ট্রফি হাতে যুবভারতীতে উচ্ছ্বাস সবুজ মেরুন ব্রিগেডের। ছবি: অদিতি সাহা

ফরমেশনে দল সাজান মোলিনা। প্রথমার্ধে গোলশূন্য শেষ হলেও, দ্বিতীয়ার্ধ একেবারে জমে ওঠে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ধাক্কা খায় সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আত্মঘাতী গোল করে বসেন আলবার্তো রদ্রিগেজ। ডানদিক থেকে ক্রস তুলেছিলেন উইলিয়ামসন। কিন্তু বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন মোহনবাগানের ডিফেন্ডার। কিছুই করার ছিল না বিশালের। মোহনবাগান পিছিয়ে যায় ০-১ গোলে। এরপরই আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় মোহনবাগান। সাফল্যও আসে। ম্যাচের পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। বক্সের বাঁদিক থেকে ক্রস ভাসিয়েছিলেন কামিন্স। ফ্লিক করার চেষ্টা করেন ম্যাকলারেন। কিন্তু তা বেঙ্গালউরুর ডিফেন্ডার চিংলেন সানার হাতে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টি দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি কামিন্স, সমতা ফেরাল মোহনবাগান। তাঁর বাঁ পায়ের মাটি ঘেঁষা শট জালে জড়িয়ে যায়। ঠিক দিকে ঝাঁপ দিয়েও নাগাল পাননি গুরপ্রীত। আর মোহনবাগান সমতা ফেরাতেই উল্লাসে ফেটে পড়ল প্রায় ষাট হাজারের যুবভারতী। নির্ধারিত সময় ড্র হওয়ায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। বাড়ে আরও উত্তেজনা। চেষ্টা চলে দু’দলেরই মরণকামড় দেওয়ার। ৯৫ মিনিটে ফের সবুজ মেরুন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে গ্যালারি। স্টুয়ার্টের নির্বিষ বল পৌঁছয় বেঙ্গালুরুর বক্সে। কিন্তু সেটা ক্লিয়ার করতে পারেননি চিংলেন সানা। সেই সুযোগ গুরপ্রীতের পায়ের ফাঁকা দিয়ে জালে জড়িয়ে দিলেন ম্যাকলারেন। এরপর বিশাল কাইথের কড়া প্রহরায় আর গোল শোধ করতে পারেনি বেঙ্গালুরু। ফের ৬০ হাজারের ওপর সমর্থকের গর্জনে কেঁপে ওঠে আকাশ-বাতাস। টানা দু’বার লিগশিল্ড জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করার পর সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ছুঁয়ে ফেলল ঐতিহাসিক মাইলফলক। একই মরসুমে জোড়াখেতাব, যা আইএসএলের ১০ মরসুমে কেউ করে দেখাতে পারেনি।

এবারের মতো আইএসএল শেষ। দুর্দান্ত সব খেলার বছরভর তা কভার করেছেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। তাই আইএসএল কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিল লাকি ড্র অনুষ্ঠানের। শহরের পাঁচতারা হোটেলে সেই লাকি ড্র’তে পুরস্কার জিতলেন ক্রীড়া সাংবাদিক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

মেয়েরাই জ্বালল মশাল, ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল

ছেলেদের আই লিগে কখনও মশাল জ্বলেনি ইস্টবেঙ্গলে। অবশেষে জ্বলল। মেয়েদের হাত ধরে লাল হলুদ তাঁবুতে এল ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ। মেয়েদের দৌলতেই ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল। কল্যাণী স্টেডিয়ামে সৌম্যা গুগুলোথের জয়সূচক গোলে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা এফসিকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে নিজেদের প্রথম ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ (আইডব্লিউএল) ট্রফি জয় করল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচে ৬৯ মিনিট পর্যন্ত কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত গোলের মুখ খোলেন ইস্টবেঙ্গলের সৌম্যা গুগুলোথ। এর আগে ২০২২ সালেও গোকুলম কেরলের হয়েও আই লিগ জিতেছিলেন সৌম্যাখ।

জয়ের পরে মাঠেই আনন্দে ভেসে যায় লাল হলুদের মেয়েরা। মেয়েদের হাত ধরে প্রথমবার এবং প্রায় দুইদশক পর জাতীয় লিগ খেতাব ঘরে তোলার পাশাপাশি এএফসি কাপের প্লে অফে যোগ্যতা অর্জন করলো ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল, যা নিঃসন্দেহে লাল হলুদ ক্লাবে ঐতিহাসিক ঘটনা। এবার বাংলা থেকে দুটি দল উমেন্স লিগ খেলার সুযোগ পেয়েছিল। একটি ইস্টবেঙ্গল, অন্যটি শ্রীভূমি। সেখানে বাংলার নাম উজ্জ্বল করল লাল হলুদ। তিনবার অংশ নিয়ে এই প্রথমবার এই ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল। মোট ১২ ম্যাচের মধ্যে ১০টিতে জয় এবং একটি ড্র, একটি হার। রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাঁরা। ২১ বছর পর ঘরোয়া লিগ জিতল ইস্টবেঙ্গল। শেষ বার ২০০৩-০৪ মরসুমে জাতীয় লিগ জিতেছিল পুরুষ দল। লাল-হলুদের ছেলের সাম্প্রতিক সাফল্য বলতে ২০২৪ সালের সুপার কাপ জয়। সেটা জিতেই এশিয়ায় খেলতে গেছিল তাঁরা।

মহিলাদের এই জয়ে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, ‘এটা বলার ব্যাখ্যা রাখে না। এটা আমাদের আমজনতা, কোটি কোটি সমর্থকদের হাসি নতুন বছরের আগে তুলে দিল। আমি সর্বপ্রথম কোচ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানাই। ওদের যারা সাপোর্ট করেছে সেই সাপোর্টিং স্টাফদের ধন্যবাদ জানাই। আগামী ১৮ এপ্রিল খেলা সেই গোকুলমের সঙ্গেই। সে দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের হাতে লিগ তুলে দেওয়া হবে।

আই লিগে উত্তীর্ণ ডায়মন্ডহারবার এফসিকে আইএসএলেও দেখতে চান অভিষেক ব্যানার্জী

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলার ফুটবলে সুখবর। অপরাজেয় ডায়মন্ডহারবার এফসি আই লিগে উত্তীর্ণ হল। আই লিগ ২ তে শুক্রবার ডায়মন্ডহারবার ২-১ গোলে হারাল স্পোর্টস আকাডেমি ত্রিরুরকে। ডায়মন্ডের হয়ে দুটি গোল করেন পিন্টু মাহাত ও সুপ্রদীপ হাজরা। এই জয়ে ১৪ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রইল ডায়মন্ডহারবার। ছাড়পত্র পেল আই লিগ খেলার। আবির্ভাব লগ্ন থেকেই সাফল্যের সিঁড়িতে একের পর এক ধাপ উঠে চলেছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। কলকাতা ফার্স্ট ডিভিশন থেকে সুপার ডিভিশন, আইলিগ ৩ ও ২ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এবার আইলিগ টু-তেও বড় সাফল্য পেলে ডায়মন্ডহারবার এফসি। আইলিগে যোগ্যতা অর্জন করার পর ক্লাবকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘এটা আমাদের কাছে বিরাট গর্বের মুহূর্ত। কেবল আমার কাছে নয়, এই ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য এবং সমর্থকের কাছেই এটা খুবই খুশির খবর। মাত্র তিন বছরে আমাদের এই উত্থান দেশের ফুটবলার ও লক্ষ লক্ষ সমর্থকের কাছে অনুপ্রেরণার। আই লিগে প্রবেশের পর আইএসএল থেকে আমরা মাত্র এককদম দূরে।’

টানা চার জয়ের পর হার গুজরাটের লখনউর টানা চতুর্থ জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ম্যাচে হারের পর জিতেই চলছিল শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স। টানা চার জয়ের পর অবশেষে তাদের থামালো লখনউ সুপার জায়ান্টস। গুজরাটকে ৬ উইকেটে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়েছে ঋষভ পন্থের লখনউ। লক্ষ্য ছিল ১৮১ রানের। টপঅর্ডারের দারুণ ব্যাটিংয়ে জয় পেতে একদমই কষ্ট হয়নি লখনৌর। ৩ বল বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় তারা। ওপেনার এইডেন মার্করাম ৩১ বলে ৫৮, রিশাভ পান্ত ১৮ বলে ২১ রানে আউট হন। ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন নিকোলাস পুরান। ৩১ বলে ৬১ রানের ইনিংসে একটি চারের সঙ্গে ৭টি ছক্কা হাঁকান ক্যারিবিয়ান এই ব্যাটার। ২০ বলে ২৮ রানে অপরাজিত থাকেন আয়ুশ বাদানি। এর আগে শাই সুদর্শন আর শুভমন গিলের ওপেনিংয়ে করেন উড়ন্ত সূচনা। তবে সংগ্রহটা যত বড় হওয়ার কথা, তত হলো না গুজরাট টাইটান্সের। ৬ উইকেটে ১৮০ রানে থেমে যায় গুজরাটের ইনিংস। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে সুদর্শন আর গিল ওপেনিং জুটিতে ১২ ওভারেই

১২০ রান তুলে ফেলে গুজরাট। তবে শেষ ৮ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে তারা তুলতে পেরেছে মাত্র ৬০ রান। গিল ৩৮ বলে ৬০ আর সুদর্শন ৩৭ বলে করেন ৫৭ রান। এরপরের ব্যাটাররা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। জস বাটলার ১৪ বলে ১৬, ওয়াশিংন সুন্দর ৩ বলে ২, শেরফান রাদরফোর্ড ১৯ বলে ২২, রাহুল তেয়াতিয়া ১ বলে করেন ০। ১৯ বলে ২২ রানে অপরাজিত থাকেন শাহরুখ খান। লখনউর হয়ে ২টি করে উইকেট নেন শার্দুল ঠাকুর আর রবি বিষ্ণুই।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/007(e)/2025-26 dt. 11.04.2025. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply, commissioning & installation of 01 no. 30 kva Genset. **Documents download start date & Bid submission start date – 12.04.2025. Bid Submission Closing Date – 26.04.2025**
For Details: - https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

BERABERIA GRAM PANCHAYAT
Habra- II Development Block Village +PO. Sabdalpur, North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT No.: 210/BGP-15th FC/25
Dated- 11/04/2025
E- Tender ID:
2025_ZPHD_ 803025_ 1
Critical Date
Bid Submission Date-**11/04/2025,** Bid Submission end Date-**23/04/2025,** Bid Opening Date- **25/04/2025**
Sd/- **Prodhan**
Beraberia Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF SANTIPUR MUNICIPALITY
e-TENDER NOTICE
Santipur Municipality invite 2 nos online e-tender for 1) Tender ID: **2025_MAD_835776_1:** Supply of 1000 nos 30 W LED Light in different place of Santipur Municipality under 15th FC(Untied) fund. 2) Tender ID: **2025_MAD_835857_1:** Repairing and Restoration of Bituminous road from Kritaner math pump house to Dalal para lane Shyama pally (house of Samir Debnath), ward 21 within Santipur Municipality under development project. Last date of BID submission of Sl No 1 on **13.05.2025 upto 10:00 a.m.** and Last date of BID submission of Sl No 2 on **28.04.2025 upto 10:00 a.m.** Others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
Santipur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID : 2025_MAD_831390_1
Tender Reference Number : WBDMC/COMM/PW/NIT-311/24-25 (2nd Call)
The Bid submission closing date will be **21.04.2025 upto 5.00 p.m.** in lieu of 11.04.2025 upto 5.00 p.m. and Bid opening date will be **24.04.2025 after 11.00 a.m.** in lieu of 16.04.2025 after 1.00 p.m. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/005(e)/2025-26, Date-11.04.2025
1. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-1 (Ward no. 1 to Ward no. 4). 2. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-2 (Ward no. 5 to Ward no. 7). 3. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-3 (Ward no. 8 to Ward no. 11). 4. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-4 (Ward no. 12 to Ward no. 15). 5. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-5 (Ward no. 16 to Ward no. 19). Bid Submission Closing Date-**30/04/2025**
Sd/- **Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality**

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে বিভিন্ন ক্যাটিগরির স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন

নং ঃ সিওএম/সিএটিজি/নিউ অ্যালটমেন্ট/অকশন/২০২২, তারিখ ঃ ১১.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ০৫ বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনের ডি এবং ই ক্যাটেগরি স্টেশনে ১০টি জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এর মাধ্যমে এবং বি, সি, ডি, ই এবং এফ ক্যাটিগরি স্টেশনে ৩০টি স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-অকশন ডাকা হয়েছে। ● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-এপিআর২৫-২৫।** যথাক্রমে **সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় ঃ এএ/১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১০.৩০ ঘঃ। **এএ/২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-জিএমইউ-৮-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১০.৪০ ঘঃ। **এএ/৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেজিএলই-জিএমইউ-৭৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); ০৫ বছ... জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১০.৫০ ঘঃ। **এএ/৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.০০ ঘঃ। **এএ/৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.১০ ঘঃ। **এএ/৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ-২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.২০ ঘঃ। **এএ/৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরজেজি-জিএমইউ-৮০-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); ০৫ বছ...জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.৩০ ঘঃ। **এএ/৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.৪০ ঘঃ। **এএ/৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-জিএমইউ-৭৬-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জি... এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.৫০ ঘঃ। **এএ/১০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.০০ ঘঃ। **এবি/১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এসএমইউ-৩৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.১০ ঘঃ। **এবি/২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.২০ ঘঃ। **এবি/৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.৩০ ঘঃ। **এবি/৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.৪০ ঘঃ। **এবি/৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.৫০ ঘঃ। **এবি/৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ-২০-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.০০ ঘঃ। **এবি/৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-এসএমইউ-৫৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.১০ ঘঃ। **এবি/৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.২০ ঘঃ। **এবি/৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ-৩৬-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত,বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.৩০ ঘঃ। **এবি/১০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.৪০ ঘঃ। **এবি/১১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.৫০ ঘঃ। **এবি/১২;** সিএটিজি- এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.০০ ঘঃ। **এবি/১৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-এসএমইউ-২১-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.১০ ঘঃ। **এবি/১৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.২০ ঘঃ। **এবি/১৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-এসএমইউ-৭৯-২৪-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); ০৫ বছ...জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.৩০ ঘঃ। **এবি/১৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-এসএমইউ-৮৩-২৫-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); ০৫ বছ...জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.৪০ ঘঃ। **এবি/১৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.৫০ ঘঃ। **এবি/১৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.০০ ঘঃ। **এবি/১৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.১০ ঘঃ। **এবি/২০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.২০ ঘঃ। **এবি/২১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.৩০ ঘঃ। **এবি/২২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.৪০ ঘঃ। **এবি/২৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.৫০ ঘঃ। **এবি/২৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- বিপিএস-এসএমইউ-১৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৬.০০ ঘঃ। **এবি/২৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ-২৬-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৬.১০ ঘঃ। **এবি/২৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৬.২০ ঘঃ। **এবি/২৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৬.৩০ ঘঃ। **এবি/২৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৬.৪০ ঘঃ। **এবি/২৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫১-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৬.৫০ ঘঃ। **এবি/৩০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৭.০০ ঘঃ। **রেট ইউনিট ঃ** প্রত্যেকটির জন্য - বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিন ঃ** প্রত্যেকটির জন্য - ১৮২৬। **ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট ঃ** প্রত্যেকটির জন্য - ০.২ %। **বায়না মূল্য ঃ** প্রত্যেকটির জন্য - ১০%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভারঃ** প্রত্যেকটির জন্য - ০।

(HWH-26/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপ্রভাত

বাংলার গাজন

চণ্ডীচরণ দাস

চত্রের শেষভাগে যখন জীবজগৎ সূর্যের খরতেজে ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু করেছে, তখন সকাল না হতে গ্রামেগঞ্জে গৃহস্থের দ্বার মুখরিত হয়ে ওঠে 'ব্যোম ভোলে' 'হর হর মহাদেব', 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে;মহাদেব', ইত্যাদি ধ্বনিতে। ঘরের বাচাবুড়ো সবাই ছুটে আসে শিব পার্বতীর সাজে সেজে আসা সঙ দেখতে, থালাভরে চাল ডাল পয়সা দেয় তাদের ঝুলিতে। আসন্ন চড়ক ও গাজন উৎসবের পদধ্বনিতে মানুষের হৃদয় নেচে ওঠে আনন্দে।

বছর শেষে বাঙালীর এক প্রিয় উৎসব গাজন। বিশেষ করে চাষী ও সমাজের প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ যেমন হাড়ি বাগদি জেলে ডোম নমশূদ্র ও অন্যান্য জাতের লোকজন উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে এই উৎসবে। এই সময় তাদের কোনও জাতের ভেদাভেদ থাকে না, তারা সবাই হয়ে ওঠে শিবভক্ত;শিব সন্নাসী বা 'ভক্তা'।

গাজন পরিচিত চড়ক, ধর্মের গাজন, ইত্যাদি নামেও। কবে থেকে এই উৎসব শুরু হল তা নিয়ে নানারকম মত আছে। তবে কিছুকিছু ঐতিহাসিকের মতে মধ্যযুগে যখন বিদেশী মুসলমান শাসকদের আক্রমন ও অন্যান্য কারণে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেশের দিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। তাদেরই একজন বাংলায় চলে আসেন, গ্রহণ করেন হিন্দুধর্ম, আর সঙ্গে নিয়ে আসা বৌদ্ধধর্মের পার্থিব জগতের মোহ ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্তকরণ সহ নানারকম তান্ত্রিক আচার আচরণের ধারা যুক্ত করেন ধর্মচর্চায়। তখন থেকেই শুরু হয় গাজন উৎসব। বুদ্ধ পরিচিত ছিলেন ধর্মরাজ হিসাবে, তাই একে বলা হত ধর্মের গাজন, আর তার অঙ্গ হিসাবে পালিত হতে লাগল নানারকম আত্মশুদ্ধির ও প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণাদায়ক আচার অনুষ্ঠান। এই ধর্মের গাজনই কালক্রমে শিবের গাজন নামে পরিচিত হয়েছে। আজও বাঁকুড়ার বেশকিছু জায়গায় বুদ্ধকে ধর্মঠাকুর হিসাবে পূজা করা হয়। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন শিব মন্দিরের পাশে এখনো ধর্মরাজ পূজিত হন। এই ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই, একটি শিলাকে ধর্মঠাকুররূপে পূজার্চনা হয়, সঙ্গে বাহন হিসাবে থাকে টেরাকোটার ঘোড়া।

তবে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, তধর্ম, যাকে সর্বশক্তিমান এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করা হয়, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের থেকেও বড় এবং মাঝেমাঝে তাকে এই তিন দেবতার স্বরূপ বলেও মনে করা হয়। তার সঙ্গে বৌদ্ধদের 'ধর্ম'-এর কোনও মিল নেই। তার মতে গাজনের সময় অনুষ্ঠিত হওয়া নাচ ও গান মূলতঃ অনার্যদের থেকে এসেছে, অথবা দ্রাবিড় বা তিব্বতি সংস্কৃতি থেকেও হতে পারে।দ

গাজন প্রধানতঃ গ্রামের বিভিন্ন জাতির কৃষক সম্প্রদায় দ্বারা পালিত হয়। এতে ব্রাহ্মণদের তেমন কোনও ভূমিকা থাকে না। সবাই শিবের কাছে প্রার্থনা করে প্রখর গ্রীষ্মে বর্ষার আগমন ও ভাল ফসলের জন্যে। এর তাৎপর্য হল শিব, নীল বা ধর্মরাজের সঙ্গে তাদের পত্নীদের মিলন, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন।

বাংলায় 'গাজন' শব্দ এসেছে গর্জন থেকে, যে গর্জন ধ্বনিত হয় উৎসবের সময় ভক্তাদের মুখে। আবার কেউকেউ বলেন এটা এসেছে 'গা' অর্থাৎ গ্রাম এবং 'জন' অর্থাৎ জনগণ থেকে। যার অর্থ হল গাজন এক গণ উৎসব। ১৮৩৩ সালে এক পত্রিকায় এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারী দেওয়াণ রামকমল সেন লিখেছেন চড়ক শব্দটি এসেছে চক্র বা চরক থেকে, যার অর্থ হল বৃত্ত এবং এর মূলভাব হল চক্রাকারে ঘোরা বা ঝোলা। আর চড়ক সন্ন্যাসীর অর্থ হল যারা সমস্ত সাংসারিক কাজকর্ম ত্যাগ করে এসে শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্যে সংযমী জীবন যাপন করছে ও কৃচ্ছসাধন করছে।

গাজন উৎসবের প্রস্তুতি গোটা চৈত্র মাস ধরে চললেও প্রধান কর্মকাণ্ড চলে শেষ সপ্তাহে, ভক্তারা পালন করে নানারকম আচার যেমন উপোষ, হব্বিশ্যি, মহা-হব্বিশ্যি ও ফল উৎসব, যার শেষ হয় সংক্রান্তিতে চড়কপূজার মধ্য দিয়ে। সংক্রান্তির সময় ষষ্ঠী তিথিতে বাঙালী বধূরা নীলষষ্ঠী ব্রতও পালন করে, স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনা করে নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শিবের ব্রত ও পূজা করে।

গাজন উৎসবের সবথেকে কৌতূহলোদ্দীপক দিক হল চড়ক পূজা। ঐ সময় চড়ক বৃক্ষের পূজা হয় আর পালন করা হয় নানারকম প্রায়শ্চিত্তমূক যন্ত্রণাদায়ক কঠোর আচার অনুষ্ঠান। তিরিশ-চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ডালপালা ও মূলবিহীন একটি চড়ককাঠ স্থাপন করে তার মাথায় লাগানো বাঁশ থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলে ঘুরেঘুরে চলে ভক্তাদের নানারকম খেলা। এই চড়ককাঠ অর্ধনারীশ্বর শিবের প্রতীক, উত্তোলনের আগে এটিকে পূজা করে স্থাপন করা হয় চড়কতলার মাঠে বা কোনও খোলা জায়গায়।

চড়কের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল ভক্তাদের নানারকম যন্ত্রণাদায়ক শিহরণকারী আচার। ভক্তাদের অনেকে জিভ চামড়া ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সূঁচালো শলাকা গেঁথে ফেলে। কোনও অভিজ্ঞ গাজন সন্ন্যাসী এত দক্ষতার সঙ্গে কাজটা করে যে শরীরের শিরা ধমনীর কোনও ক্ষতি হয় না এবং রক্তপাতও হয় না। এছাড়া আরও নানারকম আচার অনুষ্ঠান চলে, যেমন কোমরে দড়ি বেঁধে গাজনকাঠের বাঁশ থেকে ঝুলে চারদিকে চক্রাকারে ঘোরা, কাঁটা বা পেরেক পোঁতা কাঠের বিছানায় শোয়া, আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা, ইত্যাদি। ভক্তারা এসব আচার পালন করার সময় বাবার প্রতি ভক্তি ও একটা ঘোরের মধ্যে থাকে, তাই অনায়াসে এইসব করে যায়, কষ্টবোধ করে না। চড়কের এইসব শিহরণকারী কাণ্ডকারখানা দেখতে প্রচুর মানুষ ভীড় জমায়। অনেক মা তাদের কোলের শিশুদেরকে এগিয়ে দেয় ভক্তাদের জড়িয়ে ধরে আশী্বাদলাভের আশায়, এতে শিশুর মঙ্গল হয় বলে তাদের বিশ্বাস।

শিবের গাজন নামে পরিচিত এই উৎসব শেষ হয় চড়কপূজা দিয়ে। গাজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিব, নীল ও ধর্মঠাকুরের নাম। গাজনে পালিত হয় শিব পার্বতীর বিবাহ। চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন আগে গাজন সন্ন্যাসীরা নদী বা পুকুরে স্নান করে পবিত্র উপবীৎ পরে 'ফুলকরণ' নিয়ম পালন করে, 'আত্ম ত্মগোত্র পরিত্যজ্জ শিবগোত্র প্রবেশিত' মন্ত্রোচ্চারণ করে ফল এবং কদবেল পাতা শিবলিঙ্গের উপরে নিবেদন করে বাবার আশীর্বাদ ও অনুমতি প্রার্থনা করে গাজনের 'ভক্তা'(গাজন-সন্ন্যাসী) হওয়ার জন্যে। যদি সেই ফুল পড়ে, তবেই বোঝা যায় বাবা প্রসন্ন হয়েছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। না পড়লে সবাই মিলে 'মাথা চালা' প্রার্থনা শুরু করে যতক্ষণ না বাবার ফুল পড়ছে। বাবার অনুমতি পাওয়ার পর শুরু হয় ভক্তাদের ধর্মীয় আচারপালন এবং ঝুল ঝাঁপ, আগুন ঝাপ, বঁটি ঝাঁপ, কাটা ঝাঁপ, জিভ ও শরীর ফোঁড়া, ইত্যাদি নানারকম খেলা।

সংক্রান্তির দিন হয় চড়ক পূজা। ঐদিন সব ভক্তারা মিলে এক বর্ণাঢ্য মিছিল বের করে এলাকার সব শিব মন্দির পরিক্রমা করে। প্রধান ভক্তা একটা লাঠির মাথায় মন্তপুতঃ গামছা বেঁধে আগে আগে চলে, আর পিছনে চলে অন্যান্য ভক্তারা আর বিভিন্ন দেবদেবীর সাজে সজ্জিত সঙের দল।

চড়ক বা গাজন উৎসব ধূমধামের সঙ্গে গোটা বাংলারই গ্রামেগঞ্জে পালিত হয়। অতীতে উত্তর কলকাতার ছাতুবাবু লাটুবাবু বাজারে ও দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে ধূমধাম করে গাজনের আয়োজন হত। এখন প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলেই ছোট বড় অসংখ্য চড়ক ও গাজনের অনুষ্ঠান হয়। তাদের মধ্যে বর্ধমানের অম্বিকাকালনার কাছে কৃষ্ণদেবপুর, নদীয়ার শান্তিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর, জয়নগর-মজিলপুর আর ডায়মণ্ডহারবারের কাছে গুরুদাসনগর, উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরের কাছে বিজনা, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে গঙ্গাটিকুরী, হাওড়া জেলার বাইনান, বাঁকুড়ার পাঞ্চাল, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ও কান্দি, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের কাছে ঝড়েশ্বর ও ডেবরার কেড়াকুণ্ডায় চপলেশ্বর শিবের গাজন বিখ্যাত।

বাংলা সাহিত্যেও চড়ক গাজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরনো দিনের লেখক নাট্যকার 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামধারী কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় কলকাতার গাজনের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

বাংলার মত ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলেও ধূমধামের সঙ্গে চড়ক গাজন উৎসব পালিত হয়। সেখানেও গাজন উৎসর্গ করা হয় শিব ও শক্তির উদ্দেশ্যে, সমস্ত আচার আচরণ পালন করা হয় নিঁখুতভাবে। এখানে চড়কে প্রায় ১০ থেকে ১২ জন গাজন সন্ন্যাসী থাকে, ভক্তাদের বলা হয় 'চড়কিয়া' আর প্রধান ভক্তাকে বলা হয় 'দেওবৈঁশি'। চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত এই চড়কে সূর্য ও পৃথিবীর পূজা করা হয়, উদ্দেশ্য তাদেরকে সন্তুষ্ট করে গ্রীষ্মের প্রকোপ কমিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করা। ভক্তরা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে একমাস ধরে উপবাস পালন করে, কেবল ফলমূল খেয়ে থাকে। প্রায় ১৫-২০ ফুট লম্বা চড়ক কাঠ স্থাপন করে পূজা করে এবং মেতে ওঠে নানারকম যন্ত্রণাদায়ক আত্ম উৎপীড়লের খেলায়, যেমন দড়িতে ঝুলে ঘোরা, কাঁটা ও পেরেকের শয্যায় শোওয়া, চারকোলের আগুনে খালি পায়ে হাঁটা, জিভে ও শরীরে বড় সুঁচ বা লোহার শলাকা ঢোকানো, ইত্যাদি। ত্রিপুরায় আগরতলা ছাড়াও প্রতাপগড়, আরালিয়া, চানমারি, তেলিয়ামুড়া ও কৃষ্ণপুরের চড়ক উৎসব বিখ্যাত। উনিশটি উপজাতি ও তিরিশটি শাখা-উপজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি ও অনুপজাতি সব বর্গের মানুষই এই উৎসবে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

আসামেও ধূমধামের সঙ্গে চড়ক উৎসব পালন করা হয়। ডিব্রুগড়, নগাঁও, বরপেটা এবং বাঙালী অধ্যুষিত ধুবড়ি ও বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে মানুষ গাজন ও চড়কপূজার আয়োজন করে থাকে। বাংলা, ত্রিপুরা এবং আসাম ছাড়াও ঝাড়খন্দের কিছু জায়গায় চড়ক উৎসব পালন করা হয়। আর অন্ধ্রপ্রদেশের 'শিরিমনু' এবং মহারাষ্ট্রের 'বাঘাড়' উৎসবের সঙ্গেও এই চড়ক উৎসবের মিল আছে। অবিভক্ত ভারতে সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে ধূমধাম করে চড়ক ও গাজন উৎসব পালিত হত। দেশভাগের পরে নানা কারণে তা ধীরেধীরে অনেক কমে যায়। তবে এখনও বাংলাদেশের মৌলবীবাজার এবং পটুয়াখালি জেলার ঠাকুরগাঁও ও গালাছিপা উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চড়ক উৎসব পালন হয়। এদের মধ্যে গোয়ালখালি, গাবুয়া, হরিদেবপুর, লাটুয়া এবং লোহালিয়া গ্রামের চড়কপূজা উল্লেখযোগ্য।

(তথ্যসূত্রঃ উইকিপেডিয়া, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি)

প্রত্যাশিত নববর্ষ ও আমরা

ডাঃ শামসুল হক

হারিয়ে গেছে চৈত্রের সেই মনোমুগ্ধকর পরিবেশটাই। অতি পরিচিত সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পরিবর্তে যখন তখনই দেখা যাচ্ছে আকাশ ভরা মেঘ , দমকা বাতাস এবং তার সঙ্গে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিও। তাই অতি অজান্তেই যে হারিয়ে গেছে বসন্তের সুনির্মল প্রকৃতি, এই মুহূর্তে অভাব বোধ করছি তারও।

শেষ চৈত্রের অতি অপ্রত্যাশিত সেই ঝড়ঝাপটার উৎপাত, হয়তো সেটা ঠিক কালবৈশাখী নয়। কিন্তু তার দাপটও তো নেহাত কম নয়। তখন অনেক ক্ষয়ক্ষতিরই মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। আর মোটামুটিভাবে সেইসব দৃশ্য দেখতে অভ্যস্তও আমরা। সবকিছুই দেখি দুচোখ ভরে। আর তারপর অধীর আগ্রহেই অপেক্ষা করি আমাদের অতি প্রত্যাশিত কালবৈশাখীর প্রকৃত রূপটাকে দেখব বলেই।

আমরা আশা করছি এবছর ও সে আসবে তার অতি চেনা জানা এই ধরিত্রীর বুকে। অসীম ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে সে দেখাবে তার ঔদ্ধত্যও। শাসন করবে এই প্রকৃতিকেও। তারপর একসময় সে কিন্তু শান্তও হবে। আবার স্নিগ্ধ করে তুলবে চারিদিকের আকাশ এবং বাতাসকেও। সঙ্গে সে নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে আমাদের সাধের পয়লা বৈশাখকেও। আর সেটাই হল আমাদের সাধের নববর্ষ। ঈপ্সিত লক্ষ্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুও।

বাংলার নববর্ষ বাঙালির নিজস্ব একটা উৎসব ও । এই পর্বকে কেন্দ্র করেই চতুর্দিকে পালিত হতে থাকে নানান অনুষ্ঠানও। আবার এই দিনেই পালিত হয়ে থাকে ব্যবসায়ী মহলের বাৎসরিক দেনা পাওনাও। চলে মিষ্টিমুখ এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও। তখন সবকিছু মিলেমিশে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে সমগ্র পরিবেশটাই।

পয়লা বৈশাখের হালখাতা বাংলার বানিজ্য মহলের কাছে অতি পুরাতন একটা সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। শহরের ছোট বড় সব ধরণের ব্যবসাদাররাই যেমন এই দিনটার অপেক্ষায় থাকেন, ঠিক তেমনই গ্রাম বাংলার দোকানদাররাও মুখিয়ে থাকেন কখন তাঁদের মনের দুয়ারে হাজির হবে তাঁদের সাধের সেই পয়লা বৈশাখ। সেদিন সবাই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন তাঁদের দোকানপাট। নানান ধরণের ফুল, বেলপাতা, আম অথবা বকুলপাতা দিয়ে ঘিরে রাখবেন সমগ্র প্রাঙ্গণটাই।

সকালে গণেশ পুজোর মাধ্যমে শুরু হয় উৎসব। গনেশের সঙ্গে চলে দেবী লক্ষ্মীর পুজোও। তারপর হিসাবের পুরাতন খাতার বদলে নিয়ে আসা হয় নতুন খাতা। তাই গ্রাম এবং শহর সর্বত্রই এই আয়োজনকে নতুন খাতা বলেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

আয়োজন শুরু হয় আগের দিন থেকেই। আর নির্দিষ্ট সেই দিনে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সকালেই শুরু হয়ে যায় মঙ্গলদায়ী লক্ষ্মী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা। নতুন খাতায় মঙ্গলচিহ্ন স্বস্তিকা আঁকার কাজ ও সম্পন্ন হয় অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই। সেইসঙ্গে চলে অনেকের ব্যক্তিগত অনেক ইচ্ছের পালা পার্বণও।

পুজো এবং খাতা বদলের পর শুরু হয় অতিথিদের আনাগোনা। কুশল বিনিময়ের পর চলে হরেক ধরণের মিষ্টান্ন বিতরণের কাজ। কোন কোন স্থানে আবার চলে পাত পেড়ে ভুরিভোজও। মোটকথা সারাটা দিন ই কেটে যায় হাসি আনন্দের মধ্য দিয়েই। তাতে যেমন মেলে ব্যবসায়িক উন্নতির পূর্বাভাস।

ঠিক তেমনই কেটে যায় জীবনের একঘেয়েমিও। সেইদিন কোন কোন স্থানে আবার আয়োজন করা হয় মেলারও। চলে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও।

বাংলার এই যে নববর্ষ উৎসব কালে কালে বদল হয়েছে তার রূপও। আজকের দিনে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেটা আবার যেন পৌঁছে গেছে সৌন্দর্যের শীর্ষবিন্দুতেও। কিন্তু তা যাই হোক না কেন, পুজোর আয়োজনের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি কৌলিন্যের এতটুকু ঘাটতিও। আবার ধর্মীয় আদব কায়দার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি কোন ফাঁক ফোকরও।